ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-119 ■ 30 January, 2026 ■ আগরতলা ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১৬ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংস্কার, কর্মদক্ষতা ও রূপান্তরই সরকারের পরিচয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, দেশ এখন দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলিকে পিছনে ফেলে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, তাঁর সরকারের পরিচয় গড়ে উঠেছে সংস্কার, কর্মদক্ষতা ও রূপান্তর এই তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর, এবং দেশ ইতিমধ্যেই 'রিফর্ম এক্সপ্রেস'-এ চড়েছে।

আজ সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে নয়াদিল্লির সংসদ ভবন চত্বরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের মূল লক্ষ্য হল কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির শেষ প্রান্তে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া (লাস্ট মাইল ডেলিভারি)। তিনি জানান, ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী ২৫ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২১তম শতকের এই চতুর্থাংশে ভারত "আশার বাতিঘর" হিসেবে উদয় হয়েছে এবং বিশ্ব মানচিত্রে একটি আকর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি আরও যোগ করেন, ভারতের প্রতি বিশ্বজনের মনোযোগ দেশের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর বাড়তে থাকা বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই চতুর্থাংশের শুরুতেই ভারত—ইইউ ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট ভারতের এবং দেশের যুবসমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক ঝলক দেখাচ্ছে। এটি হলো উদ্যমী ভারতের জন্য ফ্রি ট্রেড, আত্মবিশ্বাসী যুবকদের জন্য এবং আত্মনির্ভর ভারতের জন্য।

তিনি আরও বলেন, ভারতীয় নির্মাতারা এই চুক্তি থেকে সৃষ্ট সুযোগ কাজে লাগিয়ে বৈশ্বিক বাজারে নিজেদের উপস্থিতি সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হবেন। তিনি বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে গুণগত মানের ওপর মনোযোগ দেওয়ার গুরুত্বও উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন সমস্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে, তখন আমাদের শিল্পপতি এবং নির্মাতারা কেবল ভাববেন না যে 'আমাদের পণ্য এখন কম করের সঙ্গে বিক্রি হবে'। এটি মানের ওপর জোর দেওয়ার একটি সুযোগ। বাজার খোলা, তাই আমাদের সেরা মানের পণ্য নিয়ে প্রবেশ করতে হবে। যদি আমরা উন্নত মানের সঙ্গে যাই, তাহলে আমরা ইউরোপের ২৭টি দেশকে মুগ্ধ করতে পারব। এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব থাকবে।

তিনি উল্লেখ করেন, ২৭টি দেশের সঙ্গে এই চুক্তি ভারতের কৃষক, যুবক এবং সেবা ক্ষেত্রের পেশাজীবীদের জন্য বড় সুযোগ সৃষ্টি করবে যারা বৈশ্বিক বাজারে নিজেদের পরীক্ষা করতে আগ্রহী। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এটি আত্মবিশ্বাসী, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পথ কুকুরদের শেল্টার হাউসে নেওয়ার ব্যবস্থা করছে নিগম মেয়র দীপক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। আগরতলায় পথ কুকুরদের শেল্টার হাউসে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার আগরতলার পুর নিগমের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক শেষে একথা জানান মেয়র দীপক মজুমদার। পথ কুকুর সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই রাজ্যে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব বাণিজ্য অনিশ্চয়তার মধ্যেও ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ভারতের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের বেশি থাকবে ঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ।। চলমান বৈশ্বিক বাণিজ্য অনিশ্চয়তার মধ্যেও ২০২৬—২৭ অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনীতি ৬.৮ থেকে ৭.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এই আশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৭.৪ শতাংশে পৌঁছাবে বলে সরকারের আশা, যার পেছনে শক্তিশালী ভোগব্যয় এবং ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সর্বশেষ এই পূর্বাভাস বাজারের প্রত্যাশার তুলনায় বেশি আশাবাদী এবং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ভারত আগামী দিনেও বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিগুলির মধ্যে অন্যতম থাকবে।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গৃহীত নীতিগত সংস্কারের সম্মিলিত প্রভাব অর্থনীতির মধ্যমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে প্রায় ৭ শতাংশের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে, বৈশ্বিক প্রতিকূলতার মধ্যেও অর্থনীতির ধারাবাহিক সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা সতর্কতা প্রয়োজন হলেও নৈরাশ্যের কারণ নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য উত্তেজনা অব্যাহত থাকলেও ভারতের প্রবৃদ্ধি অন্যান্য বড় অর্থনীতির তুলনায় দ্রুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ওয়াশিংটনের সঙ্গে এখনো বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন না হওয়া কয়েকটি বড় অর্থনীতির মধ্যে ভারত অন্যতম। পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ৫০ শতাংশ শুল্ক শ্রমনির্ভর খাতের উপর চাপ সৃষ্টি করছে বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে, ভারত ইতিমধ্যেই চারটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে, যার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত চুক্তিও অন্তর্ভুক্ত।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, মূল্যস্ফীতির হার ধীরে ধীরে কমা, সংস্থা ও পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং ভোক্তা চাহিদার স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন জোগাচ্ছে। সমীক্ষার মতে, এই পরিস্থিতিগুলি বহিরাগত ঝাঁকুনির বিরুদ্ধে অর্থনীতিকে সহনশীল করে তুলছে এবং প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখতে সহায়তা করছে।

তবে, রপ্তানি নীতির কিছু দুর্বলতার দিকও তুলে ধরেছে সমীক্ষা, বিশেষ করে কৃষি খাতে। মূল্যমানের দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষি উৎপাদক হওয়া সত্ত্বেও এবং আগামী চার বছরের মধ্যে কৃষি, সামুদ্রিক ও খাদ্য-পানীয় পণ্যের রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, ঘন ঘন নীতিগত পরিবর্তন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিপাহিজলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের অদূরে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। *সিপাহিজলা জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের কয়েক হাত দূরে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মৃত যুবকের নাম মরণ সরকার। আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি দোকানের বারান্দায় ওই যুবকের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন।*

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মরণ সরকার গতকাল রাত থেকেই ওই দোকানের বারান্দায় অবস্থান করছিলেন। স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি প্রায়ই ভবঘুরের মতো এলাকায় ঘোরাফেরা করতেন। আজ সকাল থেকে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় বারান্দায় পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হলে স্থানীয়রা দ্রুত পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই যুবককে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠায়। তবে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি।

পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ও কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।

একটি শক্তিশালী ডেটা সেন্টারই তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামোর মেরুদণ্ড ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি: এয়ারটেল ডেটা সেন্টার ও আইটি বিনিয়োগে নতুন গতি পেল ডিজিটাল ত্রিপুরা। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের ডিজিটাল রূপান্তর যাত্রায় আরও একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক যুক্ত হলো। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মিথ্যা তৈরির ফ্যাক্টরি হচ্ছে বিজেপি ঃ বৃন্দা কারাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। মিথ্যা তৈরির ফ্যাক্টরি হচ্ছে বিজেপি। প্রতিটি বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলো সেই ফ্যাক্টরির ডাইরেক্টর। আর তাদের চেয়ারম্যান বসে আছে দিল্লিতে। "বিভাজন নয় সম্প্রীতি আমাদের ঐতিহ্য" - এই স্লোগানকে সামনে রেখে জিএমপির ২৩তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন উপলক্ষে আগরতলায় প্রকাশ্য জন সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন কেন্দ্রীয় বামনেত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ বৃন্দা কারাত।

বক্তব্য রাখতে বামনেত্রী বৃন্দা কারাত বলেন, বিজেপি হচ্ছে মিথ্যা তৈরি করার ফ্যাক্টরি। প্রতিটি বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই ফ্যাক্টরি ডাইরেক্টর, আর দিল্লিতে বসে আছেন তাদের চেয়ারম্যান। সেখান থেকে প্রতিদিন নতুন মিথ্যা, নতুন প্রতিশ্রুতি, নতুন জুমলা তৈরি করছেন তারা। যার মাধ্যমে জনসাধারণের অধিকারের উপর বুলডোজার চালানো হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি সবকিছু থেকে জনজাতিদের বঞ্চিত করছে বিজেপি। পুঁজিবাতিদের লুটের ফলে জাতি - জনজাতি উভয়ের সাংবিধানিক অধিকার খণ্ডিত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। বৃহস্পতিবার বড়মুড়া সাধুপাড়া এলাকায় একটি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। একটি বলেরো গাড়ি ও একটি মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় মারুতি ভ্যানের চালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও ত্রুটি নির্ণয়ের কাজ শুরু হবে ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। অদূর ভবিষ্যতে অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও ত্রুটি নির্ণয়ের কাজ শুরু হবে। আজ ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি এবং ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড-এর যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের আশা ফ্যাসিলিটেটরদের ই-সাইকেল বিতরণ কর্মসূচির সূচনা করে একথা বলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ।

আগরতলার টিএসইসিএল কর্পোরেট অফিসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রথম দফায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৩০ জন আশা ফ্যাসিলিটেটরের হাতে ই-সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের আওতায় পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মহকুমার আরও ৭০ জন আশা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।।সাব্রুম থেকে আগরতলাগামী একটি ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার সকালে শান্তিরবাজার রেলস্টেশন থেকে কিছুটা দূরে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে সাব্রুম—আগরতলাগামী ট্রেনটি চলাচলের সময় রেললাইনে কাটা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ঘৃণার বদলে ভালোবাসার বার্তা প্রদ্যোতের, জনজাতিদের উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। ঘৃণার বদলে ভালোবাসার বার্তা দিলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। তিনি সকল ত্রিপুরাবাসীকে ভালবাসেন। যারা রাজনীতির জন্য তাকে ঘৃণা করেন, তাদের ধৃণার বদলে ভালোবাসার মাধ্যমে তিনি পরির্বতন করার চেষ্টা করবেন। আজ আস্তাবল ময়দানে এডিসির উদ্যোগে ই-রিক্সা বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

বেকারদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এদিন ১৬১ টি ই রিক্সা বিতরণ করা হয় বেকারদের মধ্যে। রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এই দিনের এই অনুষ্ঠান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদ্যোত কিশোর বর্মন, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, পূর্ণ মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, ই,এম কমল কলই, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা সহ ত্রিপুরা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় মানব কঙ্কাল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। *গন্ডাছড়ার জাপানপাড়া এলাকায় একটি মানব কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে একটি গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় মানব কঙ্কাল দেখতে পেয়ে এলাকাবাসীরা পুলিশে খবর দেন।*

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গন্ডাছড়া থানার পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। কঙ্কালটি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। কঙ্কালটি কার এবং কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া কঙ্কালটি গন্ডাছড়ার উত্তর এডিসি ভিলেজ এলাকার জাপানপাড়ার বাসিন্দা, প্রায় তিন মাস ধরে নিখোঁজ থাকা কাঠমিস্ত্রি সূর্য মোহন দাসের দেহাবশেষ হতে পারে। তবে ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত জোরদার করেছে পুলিশ।

বারামতিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অজিত পওয়ারের শেষকৃত্য সম্পন্ন

মুম্বাই, ২৯ জানুয়ারি ।। পুণে জেলার বারামতিতে বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের শেষকৃত্য পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয়েছে। বিমান দুর্ঘটনায় নিহত অজিত পাওয়ারের শেষকৃত্যে তাঁর পুত্র পার্থ ও জয় মুখাগ্নি দেন।

বারামতির বিদ্যা প্রতিষ্ঠান ময়দানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ পাওয়ার, বিজেপি সভাপতি নীতিন নাবিন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অজিত পাওয়ারের

স্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার (রাজ্যসভার সাংসদ), তাঁদের পুত্র পার্থ ও জয়, কাজিন সুপ্রিয়া সুলে (বারামতি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ), এনসিপির কার্যনির্বাহী সভাপতি ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল প্যাটেল প্রমুখ।

অজিত পাওয়ারের মরদেহ জাতীয় পতাকায় মোড়া অবস্থায় কাতেওয়াড়ি গ্রাম থেকে বিদ্যা প্রতিষ্ঠান ময়দানে আনা হলে হাজারো মানুষ অজিত দাদা অমর রহে স্লোগানে শ্রদ্ধা জানান। অমিত শাহ, নীতিন গডকরি, নীতিন নবিন, দেবেন্দ্র ফড়নবিস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটাওয়ালে, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত, একনাথ শিন্ডে, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ইং
১৬মাঘ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাড়িতেছে উৎপাদন বৈষম্য

২০২৬ সালের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারতের কৃষি ও দুগ্ধ উৎপাদন এবং চাহিদার ভারসাম্য বিশ্লেষণ করিলে একটি মিশ্র চিত্র ফুটিয়া ওঠে। ভারত একদিকে অনেক পণ্যে স্বনির্ভর, আবার অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে আমদানির ওপর নির্ভরশীল। ভারত বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ২৫ু।গত এক দশকে ভারতে দুধের উৎপাদন বার্ষিক গড়ে ৫.৭ু হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, যেখানে বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধির হার মাত্র ২ু। ২০২৩-২৪ সালে উৎপাদন ছিল প্রায় ২৩.৯২ কোটি টন। বর্তমানে নগরায়ন এবং মানুষের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের ফলে পনির, ঘি এবং দইয়ের মতো ভ্যালু-অ্যাডেড পণ্যের চাহিদা ১২ু পর্যন্ত বাড়িয়াছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পশুখাদ্যের খরচ বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যবস্থার কিছু জটিলতার কারণে ২০২৫-২৬ সালে সাময়িকভাবে জোগানে কিছুটা টান লক্ষ্য করা যাইতেছে।চাল ও গমের ক্ষেত্রে ভারত কেবল স্বনির্ভরই নয়, বরং একটি বড় রপ্তানিকারক দেশ। ২০২৪-২৫ কৃষি বর্ষে ভারতে রেকর্ড ৩৫.৭৭ কোটি মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়াছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হওয়ায় ভারত সরকার "ওপেন মার্কেট সেলস স্কিম-এর মাধ্যমে বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং উদ্বৃত্ত অংশ রপ্তানি করে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মাঝে মাঝে গমের ফলনে প্রভাব পড়িলে রপ্তানিতে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। ভারত ডালের বৃহত্তম উৎপাদক ও ভোক্তা। চাহিদা মিটাইতে এখনো বিদেশ থেকে ডাল আমদানি করিতে হয়। তবে সরকার ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে ডাল উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য ১১,৪৪০ কোটি টাকার একটি বিশেষ মিশন শুরু করিয়াছে। ভোজ্য তেল।এটি ভারতের কৃষিখাতের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। চাহিদার প্রায় ৫৫-৬০ু অংশ এখনও পাম, সয়াবিন ও সূর্যমুখী তেলের আমদানির মাধ্যমে মিটাইতে হয়।

মাঝে-মধ্যে খরা, অতিবৃষ্টি বা মহামারির ধাক্কা সামলিয়েও কৃষি খাত যে এখনও দেশের অর্থনীতির 'গ্রোথ ইঞ্জিন' হইয়া উঠতে পারেনি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলছে সমীক্ষা। বরং কাঠামোগত অদক্ষতা, উৎপাদন ঘাটতি, আঞ্চলিক বৈষম্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ কৃষিকে দীর্ঘমেয়াদে আরও অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছেযাহার প্রভাব পড়িতেছে কৃষকের আয় ও খাদ্য নিরাপত্তাদুটির উপরই। গ্রামীণ আয়ের অন্যতম ভরসা হিসেবে যে দুগ্ধ খাতকে দেখা হয়, সেখানেও সংকট গভীর হইতেছে। পশুখাদ্য ও ফডারের ঘাটতি এখন 'সংকটজনক' পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। কনসেন্টেট খাদ্যের ক্ষেত্রে চাহিদা ও জোগানের ফারাক ২৮ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত, যাহার সরাসরি প্রভাব পড়িয়াছে গবাদি পশুর উৎপাদনশীলতা ও দুধের ফলনে। সমীক্ষার অন্যতম প্রধান পর্যবেক্ষণ, আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় ভারতের শস্য উৎপাদন এখনও অনেক পিছাইয়া। ডাল, খাদ্যশস্য, ভুট্টা, সয়াবিনপ্রায় সব ক্ষেত্রেই হেক্টরপ্রতি উৎপাদন আন্তর্জাতিক গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। শুধু আন্তর্জাতিক নয়, দেশের ভেতরেও উৎপাদনের তীব্র বৈষম্য চোখে পড়িতেছে। একাধিক প্রধান ধান উৎপাদনকারী রাজ্যে ফলন জাতীয় গড়ের নিচে নামিয়া গেছে। এর পিছনে রহিয়াছে অনিয়মিত বৃষ্টি, চরম তাপপ্রবাহ এবং ফসলের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে দীর্ঘ শুষ্ক সময়যাহা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতকে আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

ডালশস্য চাষের অবস্থা সবচেয়ে বেশি আশঙ্কাজনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে সমীক্ষা। গত ২৭টি এল নিনো বছরের মধ্যে ১৫ বছরেই ডাল চাষের জমি ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়াছে। কোথাও কোথাও ফলন কমিয়াছে ৫ শতাংশ থেকে শুরু করিয়া ২৫ শতাংশ পর্যন্ত। এই অনিশ্চয়তার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ভরসাযোগ্য থাকিতেছে না, বাড়িতেছে আমদানির উপর নির্ভরতা এবং ভোক্তাদের জন্য তৈরি হইতেছে দামের অস্থিরতা।ইনপুট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও গুরুতর ভারসাম্যহীনতার কথা তুলিয়া ধরিয়াছে সমীক্ষা। ভারতের সার ব্যবহারের ধরন ক্রমশ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। ২০২৩—২৪ সালে নাইট্রোজেন-ফসফরাস-পটাশ অনুপাত দাঁড়াইয়াছে ১০.৯:৪.১:১যেখানে সুপারিশকৃত অনুপাত ৪:২:১। এই অসামঞ্জস্যের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হইয়াছে ইউরিয়া-নির্ভর ভর্তুকি কাঠামোকে। এর ফল ইতিমধ্যেই মাটির জৈব পদার্থ কমিতেছে, ভূগর্ভস্থ জলে নাইট্রেট দূষণ বাড়িতেছে এবং সারের প্রতি ফসলের প্রতিক্রিয়া ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।কৃষির দীর্ঘদিনের কাঠামোগত সমস্যাগুলিও একইভাবে রহিয়ায়ে গিয়াছে। জমির অতিরিক্ত খণ্ডীকরণ, কম পুঁজি বিনিয়োগ ও সীমিত যান্ত্রিকীকরণ কৃষিকে এগোতে দিতেছে না। সেচ ব্যবস্থায়ও তীব্র বৈষম্য স্পষ্টযেখানে ধান চাষের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমি সেচের আওতায়, সেখানে মিলেট বা শস্যজাত ফসলের ক্ষেত্রে এই হার ১৫ শতাংশেরও কম। আর্থিক চাপও বাড়িতেছে। কৃষি খাতে ব্যাঙ্ক ঋণের অনাদায়ী সম্পদের হার এখনও প্রায় ৬ শতাংশ, এবং ২০২৫ সালে মোট ব্যাঙ্কিং এনপিএ-তে কৃষির অংশ আরও বাড়িয়াছে।গ্রামের সাধারণ সম্পদের অবক্ষয় পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। পুকুর ও কমন জমির দখলদারি এবং অবনতি এখন দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ ভূখণ্ডকে প্রভাবিত করিতেছে। এর ফলে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রার সহায়ক ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে।নীতিগত সিদ্ধান্তগুলিও সমস্যাকে অনেক ক্ষেত্রে বাড়াইয়াছে বলিয়া ইঙ্গিত দিতেছে। ভুট্টা-ভিত্তিক ইথানলের প্রশাসনিক মূল্য নির্ধারণ ভুট্টা চাষকে উৎসাহিত করিলেও ডাল ও তেলবীজের জমি কমিয়েছেযাহা পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার দিক থেকে উদ্বেগজনক। পাশাপাশি, ঘন ঘন রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা, ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য আরোপের মতো সিদ্ধান্ত সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলিয়াছে।সব মিলাইয়া, অর্থনৈতিক সমীক্ষার মূল্যায়ন স্পষ্টভারতীয় কৃষি এখনও একটি 'লো-এফিশিয়েন্সি ইকুইলিব্রিয়াম'-এ আটকে রহিয়াছে। ইনপুটের অতিরিক্ত ব্যবহার ও ভাঙা ভাঙা নীতিগত হস্তক্ষেপ থেকে বেরিয়ে আসিয়া যদি উৎপাদনশীলতা-কেন্দ্রিক, সমন্বিত সংস্কারের পথে না হাঁটা যায়, তবে কৃষি খাতের দীর্ঘদিনের দুর্বলতাগুলি কমার বদলে আরও গভীর হওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা: ঐতিহ্য বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের দিশা

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধ শিক্ষাধারাগুলির অন্যতম। প্রাচীন গুরুকুল প্রথা থেকে আধুনিক ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষএই দীর্ঘ অভিযাত্রায় ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে। জ্ঞান, মূল্যবোধ ও দক্ষতা গঠনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে এই ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু জাতীয় উন্নয়ন নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দেশের অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের বৃহত্তম শিক্ষাব্যবস্থাগুলির অন্যতম। প্রায় ২৬ কোটি শিক্ষার্থী, ১৫ লক্ষেরও বেশি বিদ্যালয় এবং ৫ কোটির কাছাকাছি শিক্ষক নিয়ে এই ব্যবস্থা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। প্রাচীন গুরুকুল ঐতিহ্য থেকে আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক শিক্ষার দিকে ভারতের এই যাত্রা একদিকে যেমন গৌরবের, তেমনি চ্যালেঞ্জেও পরিপূর্ণ।প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছিল জীবনকেন্দ্রিক ও মূল্যবোধভিত্তিক। গুরুকুল প্রথার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গুরুর আশ্রমে বসবাস করে শিক্ষা গ্রহণ করত। বেদ, উপনিষদ, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা ও নীতিশাস্ত্র ছিল শিক্ষার প্রধান বিষয়। নালন্দা, তক্ষশীলা ও বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বজুড়ে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত ছিল। শিক্ষা ছিল মূলত বিনামূল্যে এবং চরিত্র গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো।প্রাচীন ভারতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতা গঠন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময় ১০, ০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থী ও ২, ০০০ শিক্ষক শিক্ষা ও গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত ছাড়াও চীন, গ্রিস ও মধ্য এশিয়া থেকে শিক্ষার্থীরা আসতেন। আর্যভট্ট, চাণক্য ও চরক প্রমুখ মনীষীদের অবদান প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষতার নিদর্শন।ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আসে। লর্ড ম্যাকাওলের শিক্ষা নীতির মাধ্যমে ইংরেজি ভাষাভিত্তিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু হয়। এর ফলে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। তবে একই সঙ্গে দেশীয় ভাষা ও ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানব্যবস্থা কিছুটা উপেক্ষিত হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে।স্বাধীনতার পর ভারত সরকার সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের ওপর গুরুত্ব দেয়। সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাএই তিন স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা হয়। আইআইটি, আইআইএম, এআইআইএমএস, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো হয়।স্বাধীনতার সময় দেশে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১৮.৩৩ শতাংশ। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৭৪.০৪ শতাংশ। পুরুষদের মধ্যে ৮২.১৪ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে ৬৫.৪৬ শতাংশ। সাম্প্রতিক সরকারি অনুমান অনুযায়ী, বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭৭ শতাংশের কাছাকাছি। বর্তমানে ভারতে রয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ বিদ্যালয়, ২৬ কোটি বিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী, ৫.৭ লক্ষের বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের স্কুল, ৪৩, ৭৯৬টি কলেজ এবং ১,১১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্দ্রীয়, রাজ্য, বেসরকারি ও ডিমড বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে)।সর্বশিক্ষা অভিযান, মিড-ডে মিল প্রকল্প এবং এখন সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে। মোট তালিকাভুক্তি অনুপাত (জিইআর) প্রাথমিক স্তরে প্রায় ১০০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। মিড-ডে মিল প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ১২ কোটিরও বেশি শিশু উপকৃত হয়, যা বিদ্যালয় উপস্থিতি ও পুষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে ড্রপআউট রেট এখনও উদ্বেগের বিষয়। মাধ্যমিক স্তরে প্রায় ১২---১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়, যার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক চাপ, বাল্যবিবাহ ও ক র্ম স ং স্হ া ে ন ব. প্রয়োজন।বর্তমানে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত চারটি স্তরে বিভক্তপ্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। বিদ্যালয় স্তরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বোর্ডের পাশাপাশি সিবিএসই, আইসিএসই প্রভৃতি বোর্ড রয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও অনলাইন শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযানের ফলে ই-লার্নিং, স্মার্ট ক্লাস ও অনলাইন কোর্স জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারিত হলেও মান ও প্রবেশাধিকারে বৈষম্য রয়েছে। ২০২১---২২ শিক্ষাবর্ষে উচ্চশিক্ষায় জিইআর ছিল প্রায় ২৮.৪ শতাংশ, যেখানে উন্নত দেশগুলিতে এটি ৫০ শতাংশেরও বেশি। আইআইটি, আইআইএম ও এআইআইএমএস-এর মতো প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মানের হলেও গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের কলেজগুলিতে পরিকাঠামো ও শিক্ষক সংকট বিদ্যমান।জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) ২০২০ ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই নীতির মাধ্যমে ১০ৃ২ কাঠামোর পরিবর্তে ৫ৃ৩ৃ৩ৃ৪ কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে। বহুভাষিক শিক্ষা, মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় বহুমুখী বিষয় নির্বাচন, ক্রেডিট ট্রান্সফার ও আন্তর্জাতিকীকরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর লক্ষ্য অনুযায়ী ২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় জিইআর ৫০ শতাংশে উন্নীত করা, স্কুলছুট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ কোটিরও বেশি কমানো, ২০২৫ সালের মধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণে ৪ বছরের ইন্টিগ্রেটেড বি.এড চালু করা। এছাড়া, একাধিক প্রবেশ ও প্রস্থান ব্যবস্থা এবং একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট (এবিসি) চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নমনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব এসেছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ভার্চুয়াল ল্যাব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষামূলক অ্যাপ শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করেছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় অনলাইন শিক্ষা শিক্ষাব্যবস্থাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে ডিজিটাল বিভাজন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযানের অংশ হিসেবে ডি আই কে এ স এ ই চ এ, এসডব্লিউএওয়াইএএম, পিএম ইবিদ্যা-এর মতো প্ল্যাটফর্ম চালু হয়েছে। এসডব্লিউএওয়াইএএম প্ল্যাটফর্মে ইতিমধ্যে ৩, ০০০-এরও বেশি অনলাইন কোর্স এবং কোটি সংখ্যক এনরোলমেন্ট হয়েছে। কোভিড-১৯ সময়ে অনলাইন শিক্ষার ব্যবহার প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। তবে এখনও প্রায় ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থীর কাছে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সুবিধা নেই, যা ডিজিটাল বৈষম্যকে স্পষ্ট করে।ভারতে প্রতি বছর প্রায় ১.২ কোটি যুবক কর্মবাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষা অনুযায়ী মাত্র ৪৫ শতাংশ স্নাতক সরাসরি কর্মসংস্থানের উপযোগী। এই বাস্তবতা দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, স্টার্টআপ সংস্কৃতি ও ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া সংযোগ জোরদারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। স্কিল ইন্ডিয়া মিশন-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে এখনও বহু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। শিক্ষার মানের বৈষম্য, পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষকের ঘাটতি, মুখস্থনির্ভর পাঠ্যক্রম ও বেকারত্ব অন্যতম সমস্যা। গ্রাম ও শহরের শিক্ষার সুযোগের ফারাক এবং উচ্চশিক্ষায় গবেষণার সীমাবদ্ধতাও উদ্বেগের বিষয়।ভারত বর্তমানে জিডিপির প্রায় ৪.৩—৪.৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করে, যেখানে এনই পি ২০২০-এর সুপারিশ ৬ শতাংশ। ফিনল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও জার্মানির মতো দেশ শিক্ষা খাতে বেশি বিনিয়োগ করে উন্নত মানবসম্পদ গড়ে তুলেছেএটি ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।ভবিষ্যতে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষতাভিত্তিক ও গবেষণামুখী করে তুলতে হবে। শিক্ষাকে কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ জোরদার করা এবং শিক্ষায় প্রযুক্তির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে নৈতিকতা, মানবিকতা ও পরিবেশ সচেতনতা শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তার ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে এক অনন্য পরিচয় বহন করে। সঠিক নীতি, কার্যকর বাস্তবায়ন ও সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হতে পারে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে শক্তিশালী ও প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থাই ভবিষ্যতের ভারতের ভিত্তি রচনা করবে।পরিসংখ্যান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে দেখায় যে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও গুণগত উন্নয়ন, সমতা ও কর্মমুখী শিক্ষায় আরও বিনিয়োগ প্রয়োজন। সঠিক নীতি বাস্তবায়ন, প্রযুক্তির ন্যায্য ব্যবহার এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ভবিষ্যতে বিশ্বমানের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সক্ষম হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদির দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচ্ছন্ন গতিশীলতা ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজে ভারত—কানাডা আলোচনা, মিলল ইতিবাচক ফল

নয়াদিল্লি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং 'বিকশিত ভারতগ২০৪৭' ও নেট জিরো লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারী শিল্প ও ইস্পাত মন্ত্রী এইচ.ডি. কুমারস্বামী কানাডার প্রাকৃতিক সম্পদমন্ত্রী মাননীয় টিম হজসনের নেতৃত্বাধীন কানাডীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। নয়াদিল্লির উদ্যোগ ভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, পরিচ্ছন্ন গতিশীলতা, উন্নত উৎপাদন এবং টেকসই শিল্পোন্নয়নে সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।প্রধানমন্ত্রী মোদির টেকসই উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব এবং কৌশলগত খাতে আত্মনির্ভরতার ওপর জোরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত ও স্থিতিশীল শিল্প ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতের ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসেবেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।কানাডীয় প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে ভারী শিল্প ও ইস্পাত মন্ত্রী এইচ.ডি. কুমারস্বামী উদীয়মান খাত ও টেকসই প্রযুক্তিতে ভারত---কানাডা সহযোগিতার কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'বিকশিত ভারতগ২০৪৭' এবং ২০৭০ সালের মধ্যে নেট জিরো অর্জনের যে রূপরেখা দিয়েছেন, তাতে অটোমোবাইল, ভারী বৈদ্যুতিক এবং ক্যাপিটাল গুডস খাত টেকসই বৃদ্ধির মূল স্তম্ভ।"মন্ত্রী ভারতের অটোমোবাইল ও ইলেকট্রিক মোবিলিটি খাতে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অবস্থান তুলে ধরে জানান, বর্তমানে যাত্রীবাহী যান, বাণিজ্যিক যান, ভারী ট্রাক এবং দুই ও তিন চাকার যান উৎপাদনে ভারত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর অন্যতম।তিনি বলেন, "বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অটোমোবাইল উৎপাদক হিসেবে ভারত FAME-II প্রকল্পের মাধ্যমে ইলেকট্রিক যান গ্রহণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৬ লক্ষেরও বেশি ইভি সমর্থন পেয়েছে এবং দেশজুড়ে ১০,৯০০-এর বেশি পাবলিক চার্জিং স্টেশন গড়ে উঠেছে।"এই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রী পিএম ই-ড্রাইভ প্রকল্প ও পিএম ই-বাস সেবা উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন, যা ইলেকট্রিক দুই ও তিন চাকার যান, বাস, ই-ট্রাক, চার্জিং অবকাঠামো এবং টেস্টিং সুবিধা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে আমরা দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা জোরদার করছি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও কর্মক্ষমতার মান পূরণ নিশ্চিত করছি।বৈঠকের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল শক্তিশালী ও সুরক্ষিত ব্যাটারি উৎপাদন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা এবং পরিচ্ছন্ন শক্তি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ খনিজে প্রবেশাধিকার। মন্ত্রী জানান, অ্যাডভান্সড কেমিস্ট্রি সেলসে দেশীয় সক্ষমতা তৈরিতে প্রায় ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের প্রণোদনা কর্মসূচি চালু করেছে ভারত। গুরুত্বপূর্ণ খনিজের প্রাপ্যতার পাশাপাশি প্রক্রিয়াকরণে কানাডার দক্ষতা শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল গঠনে বড় সুযোগ সৃষ্টি করে।তিনি আরও জানান, ভারতের ইস্পাত উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানো এবং দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে ন্যাশনাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কানাডায় কয়লা মজুত অনুসন্ধান করছে।কানাডার প্রতিনিধি দল, মন্ত্রী টিম হজসনের নেতৃত্বে, উদীয়মান প্রযুক্তি ও শিল্প উদ্ভাবনে ভারতের দ্রুত অগ্রগতির প্রশংসা করে। তিনি ভারতকে ব্যাটারি প্রযুক্তি ও পরিচ্ছন্ন গতিশীলতার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক নেতা হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ভারতীয় অংশীদারদের সঙ্গে উন্নত ব্যাটারি প্রযুক্তি ভাগ করে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।তিনি ভারতের বেসরকারি খাতের ইলেকট্রিক মোবিলিটি ও উৎপাদন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের প্রশংসা করেন এবং ভারতীয় বাজারে কানাডার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির আগ্রহ জানান। পাশাপাশি সবুজ রূপান্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লিথিয়াম, কোবাল্ট, গ্রাফাইট এবং রেয়ার আর্থ উপাদান সরবরাহে ভারতের চাহিদা পূরণে কানাডার প্রস্তুতির কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন।বৈঠকে ব্যাটারি সেল ও উপাদান উৎপাদন, পরবর্তী প্রজন্মের ব্যাটারি নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন, গুরুত্বপূর্ণ খনিজের সরবরাহ শৃঙ্খল, টেস্টিং ও সার্টিফিকেশন অবকাঠামো, পরিচ্ছন্ন গতিশীলতা সমাধান এবং টেকসই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যৌথ সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ভারী শিল্প মন্ত্রক ও ইস্পাত মন্ত্রকের শীর্ষ আ ধি ক া বি ক ব া স চি ব (এমএইচআই) কামরান রিজভি, অতিরিক্ত সচিব হানিফ কুরেশি, যুগ্ম সচিব বিজয় মিত্তল, ইস্পাত মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব বিনোদ কুমার ত্রিপাঠি, এনএমডিসি-র সিএমডি অমিতাভ মুখার্জি, বিএইচইএল-এর সিএমডি কে. এস. মূর্তি সহ অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকরাযা এই অংশীদারিত্ব এগিয়ে নিতে ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।পররাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা এবং কানাডীয় প্রতিনিধিদলের জ্যেষ্ঠ সদস্যরাও আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন, ফলে বহুস্তরীয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত হয়।আলোচনার সারসংক্ষেপে এইচ.ডি. কুমারস্বামী বলেন, পরিচ্ছন্ন শক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উন্নত উৎপাদনে কানাডার সঙ্গে সহযোগিতা জোরদারে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগগুলি মিলিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন, স্থিতিশীল ও আত্মনির্ভর অটোমোটিভ ইকোসিস্টেম গড়ে উঠছে, যা ভারতকে টেকসই গতিশীলতার বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।তিনি আরও বলেন, পরিচ্ছন্ন শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদে কানাডার দক্ষতা ভারতের পরিচ্ছন্ন গতিশীলতা ও শিল্প বৃদ্ধির লক্ষ্যকে পরিপূরক করে।ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ পরিবেশে বৈঠক শেষ হয়। উভয় পক্ষই আলোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করে এবং আগামী মাসগুলিতে কাঠামোবদ্ধ ফলো-আপ ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও শিল্পস্তরের সংযোগের মাধ্যমে আলোচনাকে বাস্তব প্রকল্প ও অংশীদারিত্বে রূপ দেওয়ার বিষয়ে একমত হয়।টেকসই উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির অভিন্ন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভারত ও কানাডা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, পরিচ্ছন্ন গতিশীলতা ও টেকসই উৎপাদনে দীর্ঘমেয়াদি ও ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এবিএস ব্যবস্থার আওতায় বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে ১৭ লক্ষ টাকা প্রদান

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : জৈবসম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং তার থেকে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য ও সমবণ্টনের ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্গীকারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি অথরিটি---এনবিএ) গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অ্যাক্সেস অ্যান্ড বেনিফিট শেয়ারিং (এবিএস) কাঠামোর আওতায় নিজের দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে এনবিএ মহারাষ্ট্র রাজ্য জীববৈচিত্র্য বোর্ডের মাধ্যমে বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)-এর জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি (বিএমসি)-কে ১৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করেছে।এই অর্থপ্রদান সম্ভব হয়েছে 'ব্যাসিলাস' প্রজাতিভুক্ত মাটির অণুজীবের সফল বাণিজ্যিক ব্যবহারের ফলে। উক্ত অণুজীব ব্যবহার করে মূল্য সংযোজিত প্রোবায়োটিক পণ্য তৈরি করা হয়েছে, যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও আধুনিক জৈবপ্রযুক্তির মধ্যে কার্যকর সংযোগের উদাহরণ। এ ধরনের সুফল বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে জৈবসম্পদ থেকে অর্জিত বাণিজ্যিক লাভের একটি অংশ স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যা গ্রামীণ ও সম্প্রদায়ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়ক।এনবিএ জানিয়েছে, জৈবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অণুজীবের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে এবং এগুলি শিল্পগত উদ্ভাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। জৈবপ্রযুক্তি খাত থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকা এবিএস তহবিলে জমা পড়েছে, যা স্বাস্থ্য, কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে অণুজীবভিত্তিক সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে।এবিএস তহবিল থেকে প্রাপ্ত সুবিধার নিরিখে মহারাষ্ট্র বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম উপভোক্তা রাজ্য। রেড স্যান্ডার্স কাঠ সংক্রান্ত সুফল বণ্টন বাদ দিলে, মহারাষ্ট্রই এবিএস অর্থপ্রদানের সর্বোচ্চ অংশ পেয়েছে। বর্তমান অর্থপ্রদানের ফলে রাজ্যে মোট এবিএস সহায়তার পরিমাণ প্রায় ৮ কোটি টাকাতে পৌঁছেছে, যার মাধ্যমে রাজ্যের ২০০-রও বেশি জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সাতটি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছে।জাতীয় স্তরে এবিএস ব্যবস্থার আওতায় মোট অর্থপ্রদান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ১৪৪.৩৭ কোটি টাকা (প্রায় ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অতিক্রম করেছে। এটি জীববৈচিত্র্য আইন, ২০০২-এর কার্যকর বাস্তবায়নের প্রতিফলন এবং কুনমিং---মন্টিয়াল গ্লোবাল বায়োডাইভার্সিটি ফ্রেমওয়ার্কের লক্ষ্য ১৩ ও ১৯ পূরণে ভারতের অগ্রগতিকে নির্দেশ করে। একই সঙ্গে এটি ভারতের জাতীয় জীববৈচিত্র্য লক্ষ্য ১৩ ও ১৯-এর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে টেকসই ব্যবহার, ন্যায্য সুফল বণ্টন, জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলির ক্ষমতায়ন এবং জীবিকাসুরক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।এবিএস কাঠামো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-এস) অর্জনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিকভাবে এই সাফল্যগুলি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশন ও নাগোয়া প্রোটোকল বাস্তবায়নে বৈশ্বিক ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্বকে আরও সুদৃঢ় করছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলার্স আগরতলা স্টোরে অবসরপ্রাপ্ত সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন

আগরতলা : কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলার্স ভারতীয় সেনাবাহিনী, ভারতীয় বিমানবাহিনী এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সম্মান জানিয়ে একটি বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস গর্বের সাথে উদযাপন করেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিঃস্বার্থ সেবা, শৃঙ্খলা এবং আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।
এই উদযাপনে বিশিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা, কোম্পানির নেতৃত্ব, কর্মচারী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা দেশপ্রেমের এক পরিবেশে একত্রিত হয়েছিলেন, যা জাতি ও দেশের প্রতি গর্ব এবং শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ ছিল।
কৃতজ্ঞতার প্রতীক হিসেবে, কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলার্স অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা জানায় এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও এর মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের অমূল্য অবদানের কথা স্বীকার করে। এই অনুষ্ঠানটি জাতীয় গর্ব, সততা এবং দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতির ওপর আলোকপাত করে।
এই উপলক্ষে কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলার্সের ম্যানেজার শ্রী সন্দীপ দেব বলেন, 'প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের জাতিকে রূপদানকারী আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের সাহসী প্রতিরক্ষা প্রবীণদের সাথে এই ঐতিহাসিক দিনটি উদযাপন করতে পেরে আমরা সম্মানিত, যাঁদের সাহস এবং উৎসর্গ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। কিসনা-তে আমরা শুধু কারুশিল্প নয়, ভারতের আত্মাকেও উদযাপন করতে বিশ্বাস করি।'
অনুষ্ঠানটি হালকা জলখাবার এবং অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে শেষ হয়, যা কর্মচারী এবং অতিথিদের প্রবীণদের সাথে কথা বলার এবং তাঁদের সেবা, নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণাদায়ক গল্প শোনার সুযোগ করে দেয়।
এই উদ্যোগের মাধ্যমে, কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলার্স সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং জাতির রক্ষকদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে, যা উপস্থিত সকলের জন্য প্রজাতন্ত্র দিবসকে একটি অর্থবহ এবং স্মরণীয় অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে।

অনূর্ধ্ব-১৪ খো-খো খেলোয়াড় নির্বাচন ঘিরে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি : অতিরিক্ত অর্থ আদায় ও শিশু অধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে ত্রিপুরা খো-খো অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিবের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন খোয়াই জেলার খো-খো কোচ মণীন্দ্র চন্দ্র দেব।
অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে আগরতলাস্থিত সরোজ সংঘের মাঠে ত্রিপুরা খো-খো অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৩৬তম জাতীয় সাব-জুনিয়র খো-খো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনূর্ধ্ব-১৪ বালক ও বালিকাদের জন্য একটি নির্বাচনী শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ওই শিবিরে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব নিজে উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগে দাবি করা হয়েছে।
নির্বাচনী শিবির থেকে মোট ১৫ জন ছেলে ও ১৫ জন মেয়ে খেলোয়াড়কে মূল দলে এবং কয়েকজনকে স্ট্যান্ডবাই খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, খোয়াই জেলা থেকে ৩ জন মেয়ে ও ২ জন ছেলে খেলোয়াড় মূল দলে নির্বাচিত হয়, পাশাপাশি একজন খেলোয়াড়কে তৃতীয় নম্বর স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়।
অভিযোগে বলা হয়েছে, নির্বাচনের সময় অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা মিনতি পাল খেলোয়াড়দের জানান যে মাথাপিছু ৩,৫০০ টাকা দিতে হবে। পরে হঠাৎ করে আরও ১,৩০০ টাকা দাবি করা হয়, ফলে মোট ৪,৮০০ টাকা মাথাপিছু প্রদান করতে বলা হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে এত অর্থ জোগাড় করা খেলোয়াড়দের পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হলেও, জাতীয় পর্যায়ে খেলার আশায় তারা বাধ্য হয়ে অর্থের ব্যবস্থা করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে।
কোচ মণীন্দ্র চন্দ্র দেব জানান, তিনি নিজে প্রতিদিনএমনকি ছুটির দিনেওশিশু খেলোয়াড়দের অনুশীলন করিয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করেন। কিন্তু প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার পর হঠাৎ করেই জানতে পারেন যে খোয়াই জেলা থেকে কোনো খেলোয়াড় জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে না।
এ বিষয়ে প্রশ্ন তুললে সংশ্লিষ্ট এক আধিকারিক তাঁর সঙ্গে অশালীন ভাষায় কথা বলেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। আরও অভিযোগ, অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দাবি করা হলেও বাস্তবে বহু খেলোয়াড়ের কাছে ফোনই করা হয়নি এবং যাদের ফোন করা হয়েছিল, তারা কেউই খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেনি।
সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে ২৫ ও ২৬ নভেম্বর। অভিযোগ অনুযায়ী, কোনও লিখিত বা স্পষ্ট কারণ ছাড়াই এক কন্যা খেলোয়াড়কে মূল দল থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং তাকে জানানো হয় সে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। এর ফলে ওই শিশু আগরতলা রেল স্টেশনে ভেঙে পড়ে কান্নাকাটি করে এবং চরম মানসিক আঘাতের শিকার হয়।
অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সব খেলোয়াড়ই অনূর্ধ্ব-১৪ শিশু। সংবিধান, শিশু অধিকার সংক্রান্ত আইন এবং জাতিসংঘের চাইল্ড রাইটস কনভেনশন অনুযায়ী তাদের বিশেষ সুরক্ষা ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রশাসন ও ক্রীড়া সংস্থাগুলির দায়িত্ব। অথচ এই ঘটনায় শিশুদের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।
এ বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি তাঁর অজানা এবং তদন্তের আশ্বাস দেন। তিনি এমন ঘটনা ঘটে থাকলে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেও জানান।
অভিযোগকারী মণীন্দ্র চন্দ্র দেবের দাবি ঘটনার নিরপেক্ষ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্ত, দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত শিশু খেলোয়াড়দের মানসিক নিরাপত্তা ও ন্যায্য সুযোগ নিশ্চিত করা, ভবিষ্যতে যেন কোনো শিশু খেলোয়াড় এভাবে বঞ্চিত বা অপমানিত না হয়, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি।
এই অভিযোগ সামনে আসার পর রাজ্যের ক্রীড়া মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল ও প্রশাসন এই গুরুতর অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ত্রিপুরায় ১৪.৫ কোটি টাকার অবৈধ গাঁজা চাষ ধ্বংস করল আসাম রাইফেলস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি: ত্রিপুরায় মাদক বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল আসাম রাইফেলস। বুধবার সিপাহিজলা জেলার বক্সনগর এলাকায় চালানো এক যৌথ অভিযানে প্রায় ১৪.৫ কোটি টাকার অবৈধ গাঁজা চাষ ধ্বংস করা হয়েছে। আসাম রাইফেলস সূত্রে জানা গেছে, ২৮ জানুয়ারি সাধারণ এলাকা বক্সনগরেযা আগরতলা শহর থেকে প্রায় ৪১ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিতনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে আসাম রাইফেলসের একটি দল সিপাহিজলা জেলা পুলিশ, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস এবং বন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করে।
অভিযান চলাকালীন প্রায় ৫৮ একর জমিতে অবৈধভাবে চাষ করা ১ লক্ষ ৪৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। উদ্ধার ও ধ্বংস করা এই নিষিদ্ধ গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১৪.৫ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হয়েছে। এই অভিযানের ফলে রাজ্যে সক্রিয় মাদক পাচার ও উৎপাদন চক্রের উপর বড়সড় আঘাত এসেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।
আসাম রাইফেলস জানিয়েছে, মাদক নির্মূল ও সমাজকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রহরী হিসেবে শান্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে তারা নিরলসভাবে কাজ করে যাবে বলেও জানানো হয়েছে।

ADVERTISEMENT FOR WALK-IN-INTERVIEW

A walk in Interview will be held in the office of the District Magistrate & Collector, Unakoti District for engaging in the following posts from retired Government employees of similar category on purely contractual basis for a period of one year:

Sl. No.	Name of post	Schedule of Interview
1	2	5
1	Assistant Survey Office (ASO) (Group-B, Gazetted)	18-02-2026
2	Kanungo/ Revenue Inspector (Group-C, Gazetted)	18-02-2026
3	Surveyor (Group-C, Gazetted)	18-02-2026
4	Teshilder/ Amin (Group-C, Gazetted)	18-02-2026

The interested candidate may collect detailed advertisement from Establishment Section of this collectorate by 16th Feb, 2026 during office hour or may be downloaded from https://unakoti.nic.in.
·ICA/D/1882/26

(Dr. Tamal Majumdar, IAS)
District Magistrate & Collector
Unakoti District: Kailashahar

রান্নায় ব্যবহৃত কয়লা গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত খনিজ হিসেবে ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : খনন খাতে চলমান কাঠামোগত সংস্কারের অংশ হিসেবে এবং আত্মনির্ভর ভারত ও বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারত সরকার রান্নায় ব্যবহৃত কয়লা এমএমডিআর (মাইন্স এন্ড মিনারেলস ডেভেলপমেন্ট এন্ড রেগুলেশন) আইন ১৯৫৭-এর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত খনিজ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে।এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিকশিত ভারতের লক্ষ্য বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উচ্চস্তরের কমিটির সুপারিশ এবং নীতি আয়োগের নীতিগত পরামর্শের ভিত্তিতে। এতে দেশের খনিজ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ঘরোয়া ইস্পাত শিল্পের চাহিদা পূরণে রান্নায় ব্যবহৃত কয়লার কৌশলগত গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।দেশে আনুমানিক ৩৭.৩৭ বিলিয়ন টন রান্নায় ব্যবহৃত কয়লার সম্পদ রয়েছে, যার বেশিরভাগই ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ছত্তিশগড়ে রান্নায় ব্যবহৃত কয়লার মজুত রয়েছে। তা সত্ত্বেও, রান্নায় ব্যবহৃত কয়লা আমদানি ২০২০—২১ অর্থবছরের ৫১.২০ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ২০২৪—২৫ অর্থবছরে ৫৭.৫৮ মিলিয়ন টন হয়েছে। বর্তমানে ইস্পাত খাতে ব্যবহৃত রান্নায় ব্যবহৃত কয়লার প্রায় ৯৫ শতাংশই আমদানির মাধ্যমে মেটানো হচ্ছে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হচ্ছে।এই আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে, কেন্দ্র সরকার এমএমডিআর আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১১সি-এর আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে আইনের প্রথম তফসিল সংশোধন করেছে। সংশোধন অনুযায়ী, পার্ট 'এ'-তে "ঙ্খদ্রখন" শব্দের পরিবর্তে এখন "Coal– including Coking Coal" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং পার্ট 'ডি'-তে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত খনিজের তালিকা রয়েছে, সেখানে পৃথকভাবে "Coking Coal" সংযোজন করা হয়েছে।কোকিং কোলকে এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়া, ব্যবসা সহজীকরণ এবং অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রমে গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে গভীর স্তরের খনিজ ভান্ডার অনুসন্ধান ও খননের ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক হবে। গুরুত্বপূর্ণ খনিজের খনন কার্যক্রমে জনপরামর্শ থেকে অব্যাহতি এবং ক্ষতিগ্রস্ত বনভূমিকে ক্ষতিপূরণমূলক বনায়নের জন্য ব্যবহারের অনুমতি থাকায় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়ার সম্ভাবনাও তৈরি হবে।এই সংস্কারের মাধ্যমে কোকিং কোল আমদানির উপর নির্ভরতা কমবে, ইস্পাত খাতের সরবরাহ শৃঙ্খল আরও শক্তিশালী হবে এবং জাতীয় ইস্পাত নীতির লক্ষ্য পূরণে সহায়তা মিলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে অনুসন্ধান, বেনিফিসিয়েশন এবং আধুনিক খনন প্রযুক্তিতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে এবং খনন, পরিবহণ ও ইস্পাত শিল্প জুড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।সরকার আরও স্পষ্ট করেছে যে, এমএমডিআর আইন-এর ধারা ১১ডি (৩) অনুযায়ী, খনন লিজ সংক্রান্ত রয়্যালটি, নিলাম প্রিমিয়াম এবং অন্যান্য আইনানুগ অর্থপ্রদান সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিই পাবে, এমনকি খনিজ নিলাম যদি কেন্দ্র সরকার পরিচালনা করেও।দেশীয় কোকিং কোল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জাতীয় খনিজ নিরাপত্তা জোরদার করার মাধ্যমে কোকিং কোলকে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত খনিজ হিসেবে ঘোষণা করা একটি স্থিতিশীল, আত্মনির্ভর শিল্প পরিবেশ গঠনের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

সড়ক সুরক্ষা অভিযান উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক বার্তা

আগরতলা।। সড়ক সুরক্ষা অভিযান উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রক দেশব্যাপী সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক সংগীত ও ভিডিও তৈরি করেছে। এই সচেতনতামূলক সংগীত ও ভিডিও মূলত ছাত্রছাত্রী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই ভিডিও সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি অফিস / দপ্তরের কর্তাদের তাদের অধীনস্থ জমায়েত, সরকারি অনুষ্ঠান, কর্মশালা ও সচেতনতামূলক অভিযান ও পাবলিক ইভেন্টসের সময় ব্যবহার করার জন্য বলা হয়েছে। এই ভিডিও / সংগীত সংশ্লিষ্ট মকের গুগল ড্রাইভ লিংকে পাওয়া যাবে। ২২টি আঞ্চলিক ভাষায় সংগীতটি রচনা করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

কাঁঠালিয়ায় প্রাণীপালকদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কাঁঠালিয়া।। কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতি হলে সম্পতি ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাণীপালকদের নিয়ে একদিনের এক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিন্দ দেবনাথ। কর্মশালায় আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের কৃষক ও প্রাণীপালকদের আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সার্বিকভাবে সহায়তা করে চলেছে। পাশাপাশি, মহিলাদের সশক্তিকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কর্মশালায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপ-অধিকর্তা ডা. তমাল রায়, সহ-অধিকর্তা ডা. সুব্রত দাস এবং কাঁঠালিয়া ব্লকের প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শপথ আচার্য এই সচেতনতামূলক কর্মশালার মূল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালায় কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১০০ জন প্রাণীপালক অংশগ্রহণ করেন।

"PNIET No.: e-PT-19/EE/RDMNP/PNIT(S)/2025-26, Date,21/01/2026.

The Executive Engineer, R.D Mohanpur Division, Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites e-tender (two bid system) in PWD Form No.-8 from eligible bidders with appropriate class & experiences in similar nature of works upto 3.00 P.M of 02/02/2026 for "Preparation of Detailed Project Reports (DPRs) as per Latest Guidelines of PMGSY etc. for Rural Road Projects for the unconnected Habitation under R.D Mohanpur Division, West Tripura" and tender may likely to be opened on the same day i.e. on 02/02/2026, if possible.
For details, visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C 4024/26

Harilal Debnath
Dakeuti Enginter

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 47/EE/AGRI/W/2025-26

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in single/two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Providing Steel Railing around the New Pond of Badharghat Govt. Orchard. (79/AGRI/EE(WEST-I)/2025-26)	Rs. 14,05,516/-	Rs. 28,110/-	Up to 04/02/2026 at 2.00 PM	At 3.00 PM on 04/02/2026 (If possible)	Appropriate Class
2.	Construction of Ticket Counter, Entrance Road & Gate of Badharghat Govt. Orchard, Agartala. (80/AGRI/EE(WEST-I)/2025-26)	Rs. 15,10,858/-	Rs. 30,217/-			
3.	Construction of Kitchen Room (3 mt x 3 mt) at Badharghat Govt. Orchard, Agartala. (81/AGRI/EE(WEST-I)/2025-26)	Rs. 4,25,705/-	Rs. 8,514/-			
4.	Construction of Walking Road around the New Pond of Badharghat Govt. Orchard, Agartala. (82/AGRI/EE(WEST-I)/2025-26)	Rs. 10,60,098/-	Rs. 21,202/-			

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/4028/26

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West, Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

For and on Behalf of the Governor of Tripura, e-Tender in Two Bid System is hereby invited from bonafide fish farmers & fishery cooperative society, Fishery Entrepreneurs, SHGS for the Supply of Major carp fingerlings (>7 cm to <10 cm size) to the different gram panchayat/village council of different blocks & Nagar Panchayat area of Amarpur Sub-division of Tripura for implementation of different pisciculture schemes under Mukhya Mantri Matsya Bikash Yojana (MMMBY) during 2026-27, through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in.

Estimated quantity (in nos.)	Estimated Tender Value (Rs.)	Critical Date & Time	
5.50 Lakh	7.15 Lakh	Publishing date	21.01.2026 at 12.00 Hours
		Document download/Sale start date	21.01.2026 from 15.00 Hours
		Pre-bid meeting	27.01.2026 from 11.00 Hours
		Bid Submission start date	27.01.2026 from 11.00 Hours
		Bid Submission end date	17.02.2026 up to 15.00 Hours.
		Bid Opening Date	18.02.2026 at 11.00 Hours

All the above-mentioned times are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in.
The bid documents, terms & conditions, instructions to bidder and other details related to e-Tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in.
All future modification/Corrigendum/Addendum, if any will be published only on the above website. Intending bidders can participate on the bidding through online e-procurement website https://tripuratenders.gov.in only.
ICA/4 4017/26

Sd/-
(Ajoy Das) Supdt. of Fisheries
Amarpur Sub Division

আঠারভোলায় কৃষক সভা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি : আজ সকালে আঠারভোলা ভিলেজ কমিটি অফিস প্রাঙ্গণে নাবার্ডের উদ্যোগে পিগারি ক্লাস্টার প্রকল্প এবং টিডিএফ (উপজাতি উন্নয়ন তহবিল)-এর সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটি কৃষক সভা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন নাবার্ড রাজ্যে কৃষকদের উন্নয়নের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তিনি প্রকল্পটি সরেজমিনে দেখার জন্য আঠারভোলায় এসেছেন। পিগারি প্রকল্পের সুবিধাভোগী, পোল্ট্রি চাষি এবং প্রগতিশীল কৃষকদের উতাদন আরও বাড়িয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে উৎসাহিত করেন। এছাড়াও তিনি স্থানীয় গ্রামবাসীদের হাঁস পালনে উৎসাহিত করেন, কারণ এটি আত্মনির্ভরশীলতা এবং আর্থিক স্বনির্ভরতার পথ খুলে দিতে পারে। তিনি আঠারভোলার গ্রামবাসীদের পিগারি, পোল্ট্রি এবং হাঁস পালনের মতো পেশাকে গুরুত্ব সহ গ্রহণ করতে এবং তাদের গ্রামকে রাজ্যের জন্য একটি মডেল গ্রামে পরিণত করার আহ্বান জানান। তিনি পিগারি ক্লাস্টার এবং টিডিএফ-এর সুবিধাভোগীদের সাথেও মতবিনিময় করেন এবং তাদের প্রকল্প, পরিকল্পনা, অগ্রগতি এবং কৃষি কাজ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।অনুষ্ঠানে বিধায়ক রামপদ জামাতিয়া গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বাগমা এগ্রি প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজার সুদীপ মজুমদার অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। নাবার্ডের মহাব্যবস্থাপক অনিল এস. কোটমারি তাঁর বক্তব্যে ত্রিপুরার কৃষকদের জন্য নাবার্ড কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগগুলো তুলে ধরেন। এরপর রাজ্যপাল জালেমা এডিসি গ্রামে শূকর পালন এবং বাগমা এডিসি গ্রামে সমন্বিত খামার পরিদর্শন করেন। যেখানে তিনি সুবিধাভোগী এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

বৃহস্পতিবার টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ারের উদ্যোগে আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

উচ্চমাত্রার এডিএইচডি ওষুধে সাইকোসিসের ঝুঁকি ৮১ শতাংশ বেশি: গবেষণায় সতর্কবার্তা

অ্যামফেটামিন হলো এক ধরনের স্টিমুল্যান্ট ওষুধ, যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে। এটি মূলত অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (এডিএইচডি), নারকোলেপসি, বিষণতা এবং স্থূলতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।আগের গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রেসক্রিপশন অ্যামফেটামিন ব্যবহারের হার দ্রুত বেড়েছে। ২০১১ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এ ব্যবহার প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার বড় একটি অংশ কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে ঘটেছে।তবে এই ওষুধ ব্যবহারের সঙ্গে একাধিক পার্শপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যার মধ্যে আসক্তি অন্যতমবিশেষ করে অবৈধ বা বিনোদনমূলক ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আগের কিছু গবেষণায় অ্যামফেটামিন ব্যবহারের সঙ্গে সাইকোসিস নামক মানসিক ব্যাধির সম্ভাব্য সম্পর্কও উঠে এসেছে, যা কিছু ক্ষেত্রে স্কিজোফ্রেনিয়ায় রূপ নিতে পারে।ম্যাসাচুসেটসের ম্যাকলিন হাসপাতালের গবেষকরা সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, উচ্চমাত্রার অ্যামফেটামিন গ্রহণকারীদের মধ্যে সাইকোসিস বা ম্যানিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি পাঁচ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। গবেষণাটি সম্প্রতি আমেরিকান জার্নাল অব সাইকিয়াট্রি---তে প্রকাশিত হয়েছে।গবেষণার জন্য ২০০৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ম্যাস জেনারেল ব্রিঘ্যামে চিকিৎসা নেওয়া ১৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ব্যক্তিদের চিকিৎসা—সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এর মধ্যে প্রায় ১,৩০০ জন প্রথমবারের মতো সাইকোসিস বা ম্যানিয়ায় আক্রান্ত হন। তুলনামূলকভাবে প্রায় ২,৭০০ জনকে নিয়ন্ত্রণ দল হিসেবে রাখা হয়, যাদের অন্য মানসিক সমস্যার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। গবেষকরা অংশগ্রহণকারীদের স্টিমুল্যান্ট ব্যবহার, ডোজ এবং অন্যান্য প্রভাবক, যেমন মাদক ব্যবহার পর্যালোচনা করেন।ফলাফলে দেখা যায়, যেকোনো মাত্রার প্রেসক্রিপশন অ্যামফেটামিন গ্রহণকারীদের মধ্যে সাইকোসিস বা ম্যানিয়ার ঝুঁকি ৬৩ শতাংশ বেশি। তবে যাঁরা দিনে ৩০ মিলিগ্রাম বা তার বেশি অ্যামফেটামিন গ্রহণ করছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি বেড়ে দাঁড়ায় ৮১ শতাংশে। গবেষকদের মতে, প্রেসক্রিপশন অ্যামফেটামিন ব্যবহারকারীদের মধ্যে সাইকোসিস বা ম্যানিয়ার প্রায় ৮১ শতাংশ ঘটনা এড়ানো যেত, যদি উচ্চমাত্রার ডোজ ব্যবহার না করা হতো।গবেষণার প্রধান লেখক ও ম্যাকলিন হাসপাতালের ফার্মাকোএপিডেমিওলজি গবেষক ডা. লরেন মোরান বলেন, স্টিমুল্যান্ট ওষুধের লেবেলে সাধারণত সর্বোচ্চ ডোজের সীমা উল্লেখ থাকে না। কিন্তু আমাদের গবেষণা স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে, ডোজ সাইকোসিসের ঝুঁকির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং প্রেসক্রিপশন দেওয়ার সময় এটি বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত। তিনি আরও বলেন, এটি বিরল হলেও গুরুতর পার্শপ্রতিক্রিয়া। তাই এসব ওষুধ ব্যবহারের সময় রোগী ও চিকিৎসক, উভয়েরই সতর্ক নজরদারি প্রয়োজন।গবেষণায় আরও দেখা গেছে, মিথাইলফেনিডেট (যেমন রিটালিন) গ্রহণকারীদের মধ্যে সাইকোসিস বা ম্যানিয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। গবেষকদের মতে, এই ফলাফল আগের গবেষণার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডা. মোরান বলেন, উচ্চমাত্রায় অ্যামফেটামিন বেশি কার্যকর, এমন প্রমাণ খুবই সীমিত। যেসব রোগীর সাইকোসিস বা ম্যানিয়ার ঝুঁকি বেশি, তাদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধ বিবেচনা করা উচিত।ক্যালিফোর্নিয়ার প্রভিডেন্স সেন্ট জন’স হেলথ সেন্টারের জেরিয়াট্রিক সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. ডেভিড মেরিল বলেন, এই গবেষণা মনে করিয়ে দেয়, রোগী বাছাই, ডোজ নির্ধারণ এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ কতটা জরুরি। তার মতে, চিকিৎসকদের উচিত সর্বনিম্ন কার্যকর ডোজ ব্যবহার করা, সম্ভব হলে এক্সটেন্ডেড-রিলিজ ফর্মুলেশন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা এবং প্রয়োজনে ওষুধবিহীন চিকিৎসা পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। তিনি আরও বলেন, যাদের আগে সাইকোসিস, বাইপোলার ডিসঅর্ডার বা অন্যান্য মানসিক ঝুঁকি রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে অ্যামফেটামিন ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।নিউ জার্সির হ্যাকেনস্যাক মেরিডিয়ান জার্সি শোর ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. স্টেসি ডুমাস বলেন, গবেষণার ফল উদ্বেগজনক হলেও পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত নয়। তার মতে, ডোপামিনসহ মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটারের ওপর অ্যামফেটামিনের প্রভাব সাইকোসিসের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিতে পারে।তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, এটি এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না যে সম্পর্কটি পুরোপুরি কারণগত কি না। ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা, ফার্মাকোভিজিল্যান্স বিশ্লেষণ এবং জৈবিক প্রক্রিয়া---ভিত্তিক গবেষণা এই ঝুঁকি আরও স্পষ্টভাবে বোঝাতে সাহায্য করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এডিএইচডি চিকিৎসায় অ্যামফেটামিন কার্যকর হলেও উচ্চমাত্রার ডোজ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি, কারণ সুফলের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর ঝুঁকিও থেকে যায়।

স্থূলতা হতে পারে ভাসকুলার ডিমেনশিয়ার বড় ঝুঁকি, গবেষণায় প্রমাণ

ডিমেনশিয়া একটি সাধারণ দীর্ঘমেয়াদি রোগ হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এ কারণে বিশেষজ্ঞরা প্রতিরোধমূলক কৌশল নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, যা মানুষ বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে।Alzheimers.gov—এর তথ্য অনুযায়ী, ভাসকুলার ডিমেনশিয়া ডিমেনশিয়ার একটি নির্দিষ্ট ধরন, যা মূলত স্ট্রোকের মতো অবস্থার কারণে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হলে দেখা দেয়। এর ফলে স্মৃতিশক্তি, চিন্তাভাবনা ও আচরণে সমস্যা সৃষ্টি হয়। আলঝেইমার রোগ সবচেয়ে বেশি দেখা গেলেও, ভাসকুলার ডিমেনশিয়া ডিমেনশিয়ার দ্বিতীয় সর্বাধিক সাধারণ ধরন।সম্প্রতি দ্য ক্লিনিক্যাল এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম জার্নাল—এ প্রকাশিত এক গবেষণায় খতিয়ে দেখা হয়েছে, স্থূলতা কি ভাসকুলার ডিমেনশিয়ার একটি সরাসরি কারণ হতে পারে কি না। গবেষণার ফলাফল বলছে, স্থূলতার সঙ্গে এই ধরনের ডিমেনশিয়ার ঝুঁকির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এবং এর একটি বড় অংশ উচ্চ রক্তচাপের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়।গবেষণায় স্থূলতা ও ভাসকুলার ডিমেনশিয়ার সম্পর্ক বোঝার জন্য একাধিক স্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। তিনটি গবেষণার মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায়ের তথ্য এবং ছয়টি গবেষণার মাধ্যমে সামগ্রিক তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। এতে রক্তচাপ ও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রার মতো মধ্যবর্তী ঝুঁকির বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়।গবেষকরা “মেন্ডেলিয়ান র‍্যান্ডোমাইজেশন” পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যেখানে নির্দিষ্ট জেনেটিক ভ্যারিয়েন্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো ঝুঁকির উপাদান রোগের কারণ কি না তা নির্ণয় করা হয়। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের ইউকে বায়োব্যাংকের মতো বড় ডেটাবেস ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, যাদের বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) বেশি, তাদের ভাসকুলার ডিমেনশিয়ার ঝুঁকিও বেশি। একই সঙ্গে আলঝেইমার রোগকেও একটি তুলনামূলক সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।গবেষণায় দেখা গেছে, বিএমআই ও ভাসকুলার ডিমেনশিয়ার মধ্যকার সম্পর্কের একটি বড় অংশের জন্য দায়ী উচ্চ রক্তচাপ। সিস্টোলিক রক্তচাপ এই সম্পর্কের প্রায় ১৮ শতাংশ এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ প্রায় ২৫ শতাংশ ব্যাখ্যা করে। গবেষকদের মতে, উচ্চ বিএমআই সরাসরি উচ্চ রক্তচাপের কারণ হয় এবং সেই উচ্চ রক্তচাপ মস্তিষ্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা শেষ পর্যন্ত ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। গবেষণার প্রধান লেখক ড. রুথ ফ্রিকে-শ্মিট বলেন, “আমাদের ফলাফল দেখায় যে অতিরিক্ত ওজন ও উচ্চ রক্তচাপ সরাসরি ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। ফলে জনস্বাস্থ্য পর্যায়ে এগুলো ডিমেনশিয়া প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হতে পারে।”গবেষণায় অংশ না নেওয়া বিশেষজ্ঞ ড. ডাং ট্রিনও মন্তব্য করেন, মেন্ডেলিয়ান র‍্যান্ডোমাইজেশন ব্যবহারের ফলে আগের গবেষণায় থাকা অনেক পক্ষপাত দূর করা সম্ভব হয়েছে। তার মতে, এই ফলাফল স্পষ্টভাবে দেখায় যে স্থূলতা শুধু ভাসকুলার ডিমেনশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং সরাসরি ঝুঁকি বাড়ায়। গবেষণাটি শুধুমাত্র ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত হওয়ায়, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আরও তথ্য প্রয়োজন। পাশাপাশি ডিমেনশিয়ার বিভিন্ন উপধরন এবং ক্ষপ্তজ্জ---এর সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও গবেষকরা স্বীকার করেছেন।গবেষণার ফলাফল ইঙ্গিত দেয়, ওজন নিয়ন্ত্রণ ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ভাসকুলার ডিমেনশিয়া প্রতিরোধে কার্যকর কৌশল হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যবয়স থেকেই শরীরের ওজন ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখলে ভবিষ্যতে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, এই গবেষণা আবারও প্রমাণ করে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যই মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য। জীবনযাপনের পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ডিমেনশিয়া প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।”

এডিএইচডি ওষুধের প্রভাব: মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ও জীবনমান নিয়ে যা জানা যাচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি ওয়েক্সনার মেডিকেল সেন্টার ও কলেজ অব মেডিসিন পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জাতীয় জরিপে দেখা গেছে, দেশটির ১,০০০ প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ মনে করেন, তাদের অজ্ঞাতসারে অ্যাটেনশন ডেফিসিট/হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (এডিএইচডি) থাকতে পারে। অর্থাৎ, প্রতি চারজন প্রাপ্তবয়স্কের একজন এই স্নায়ুবিক বিকাশজনিত সমস্যার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দিহান।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এডিএইচডি নিয়ে গবেষণা বৃদ্ধি, প্রাপ্তবয়স্কদেরবিশেষ করে নারীদেরমধ্যে রোগটির লক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ার ফলেই এমন ধারণা তৈরি হচ্ছে। তবে উদ্বেগের বিষয় হলো, জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের মাত্র ১৩ শতাংশ তাদের সন্দেহভাজন এডিএইচডি নিয়ে কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছেন।

ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির মনোরোগ ও আচরণগত স্বাস্থ্য বিভাগের ক্লিনিক্যাল সহকারী অধ্যাপক ড. জাস্টিন বার্টেরিয়ান এক বিবৃতিতে বলেন, “উদ্বেগ, বিষণতা ও এডিএইচডির উপসর্গ অনেক সময় একরকম মনে হতে পারে। ভুল চিকিৎসা করলে রোগীর অবস্থা ভালো হওয়ার বদলে আরও খারাপ হতে পারে।”

সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে দেখা যাচ্ছে, সঠিকভাবে নির্ধারিত এডিএইচডি ওষুধ কেবল মনোযোগ ও আচরণগত সমস্যা কমায় না, বরং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং জীবনমান উন্নত করে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে অকালমৃত্যুর ঝুঁকিও কমতে পারে।

২০২৪ সালের মে মাসে *নিউরোসায়েন্স অ্যান্ড বায়োবিহেভিয়োরাল রিভিউস* সাময়িকীতে প্রকাশিত এক পর্যালোচনা ও মেটা—বিশ্লেষণে এডিএইচডি চিকিৎসায় ব্যবহৃত স্টিমুল্যান্ট ও নন-স্টিমুল্যান্ট ওষুধের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়।গবেষণায় দেখা যায়, স্টিমুল্যান্ট মিথাইলফেনিডেট (রিটালিন, কনসার্টা) এবং নন-স্টিমুল্যান্ট অ্যাটোমোক্সেটিন (স্ট্র্যাটেরা) উভয়ই মনোযোগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিক্রিয়া সময় উন্নত করে। মিথাইলফেনিডেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ওয়ার্কিং মেমোরিও উন্নত হয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রভিডেন্স সেন্ট জন’স হেলথ সেন্টারের প্যাসিফিক ব্রেন হেলথ সেন্টারের পরিচালক ও জেরিয়াট্রিক সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. ডেভিড মেরিল বলেন, “এই ওষুধগুলো মস্তিষ্কে রাসায়নিক বার্তাবাহকের ভারসাম্য উন্নত করে এবং স্নায়বিক নেটওয়ার্কের সংযোগ শক্তিশালী করে, ফলে মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটে।”২০২৪ সালের মার্চে জামা সাময়িকীতে প্রকাশিত সুইডেনের এক পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় এডিএইচডি ওষুধের জীবনমান-সংক্রান্ত সুফল আরও স্পষ্ট হয়েছে। এতে ১ লাখ ৪৮ হাজারের বেশি এডিএইচডি রোগীর তথ্য দুই বছর ধরে বিশ্লেষণ করা হয়।গবেষণায় দেখা যায়, যেসব এডিএইচডি রোগী নিয়মিত প্রেসক্রিপশন ওষুধ গ্রহণ করেন, তাদের অকালমৃত্যুর ঝুঁকি চিকিৎসাহীন রোগীদের তুলনায় ১৯ শতাংশ কম। দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, বিষক্রিয়া ও মাদক—সংক্রান্ত মৃত্যুকেও এই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গবেষকদের মতে, চিকিৎসার ফলে মনোযোগ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতা উন্নত হওয়ায় মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং উদ্বেগ ও বিষণতার মতো সহ—বিদ্যমান সমস্যার ঝুঁকিও কমতে পারে।তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, ওষুধের মাত্রা বেশি হলে ঝুঁকিও বেড়ে যেতে পারে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকান জার্নাল অব সাইকিয়াট্রি---তে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চমাত্রার প্রেসক্রিপশন অ্যামফেটামিন সেবনে সাইকোসিস বা ম্যানিয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।গবেষণায় ৩০ মিলিগ্রাম বা তার বেশি অ্যামফেটামিন গ্রহণকারীদের মধ্যে সাইকোসিস বা ম্যানিয়ার ঝুঁকি প্রায় ৮১ শতাংশ বেশি পাওয়া গেছে। এমনকি যেকোনো মাত্রার অ্যামফেটামিন ব্যবহারকারীদের মধ্যেও এই ঝুঁকি ৬৩ শতাংশ পর্যন্ত বেশি ছিল। গবেষণার প্রধান লেখক ও ম্যাকলিন হাসপাতালের গবেষক ডা. লরেন মোরান বলেন, “স্টিমুল্যান্ট ওষুধের ক্ষেত্রে মাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উচ্চমাত্রায় এর কার্যকারিতা বাড়েএমন প্রমাণ সীমিত, বরং ঝুঁকি বাড়ার আশঙ্কা স্পষ্ট।”বিশেষজ্ঞদের মতে, এডিএইচডি চিকিৎসায় ওষুধের সুফল সুস্পষ্ট হলেও তা অবশ্যই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ও সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। সঠিক ওষুধ ও ডোজ নির্ধারণ করা গেলে এডিএইচডি রোগীদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ও সামগ্রিক জীবনমান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসে সন্তানের অটিজম ও এডিএইচডির ঝুঁকি বাড়তে পারে: গবেষণা

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বা জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস হলো এমন এক ধরনের ডায়াবেটিস, যা গর্ভাবস্থায় প্রথমবারের মতো দেখা দেয়। ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রায় ১৭ শতাংশ গর্ভধারণে এই সমস্যা দেখা যায়।৪৫ বছরের বেশি বয়সে গর্ভধারণ, অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা, পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (পিসিওএস), পরিবারের ডায়াবেটিসের ইতিহাস কিংবা আগের গর্ভাবস্থায় জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস থাকলে এই রোগের ঝুঁকি বেশি থাকে।মাতৃ ডায়াবেটিস মায়ের জন্যও নানা স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে হৃদ্‌রোগ, প্রসবোত্তর বিষণতা এবং ভবিষ্যতে টাইপ—২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আগের গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস সন্তানের হাঁপানি, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং স্নায়ুবিক বিকাশজনিত সমস্যার ঝুঁকি বাড়াতে পারে।সম্প্রতি দ্য ল্যানসেট ডায়াবেটিস অ্যান্ড এন্ডোক্রিনোলজি সাময়িকীতে প্রকাশিত এক নতুন মেটা---বিশ্লেষণে মাতৃ ডায়াবেটিসের সঙ্গে শিশুদের স্নায়ুবিক বিকাশজনিত সমস্যার সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, জেস্টেশনাল ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মায়েদের সন্তানদের যেকোনো ধরনের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ২৮ শতাংশ বেশি। বিশেষভাবে গবেষকরা অটিজম, অ্যাটেনশন-ডেফিসিট হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (এডিএইচডি), বুদ্ধিবিকাশজনিত প্রতিবন্ধকতা এবং শেখা, যোগাযোগ, বিকাশ ও চলনসংক্রান্ত সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার সম্পর্ক খুঁজে পান।এই গবেষণায় গবেষকরা ২০২টি আগের গবেষণার সম্মিলিত স্বাস্থ্যতথ্য বিশ্লেষণ করেন, যেখানে ৫ কোটি ৬০ লাখেরও বেশি মা---শিশু জুটির তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে ১১০টি গবেষণায় জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস এবং ৮০টি গবেষণায় গর্ভধারণের আগেই থাকা ডায়াবেটিস (প্রি-জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস) নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

ফলাফলে দেখা যায়, মাতৃ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের সন্তানদের মধ্যে

* শেখার সমস্যার ঝুঁকি ১৬ু বেশি* চলনজনিত সমস্যার ঝুঁকি ১৭ু বেশি* যোগাযোগজনিত সমস্যার ঝুঁকি ২০ু বেশি* অটিজমের ঝুঁকি ২৫ু বেশি* নির্দিষ্ট বিকাশগত সমস্যার ঝুঁকি ২৭ু বেশি* এডিএইচডির ঝুঁকি ৩০ু বেশি* বুদ্ধি বিকাশজনিত প্রতিবন্ধকতার ঝুঁকি ৩২ু বেশিএছাড়া, যেসব মায়ের গর্ভধারণের আগেই ডায়াবেটিস ছিল, তাদের স ত ন্ া ন ে দ ব. নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি জেস্টেশনাল ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মায়েদের সন্তানের তুলনায় ৩৯ শতাংশ বেশি। গবেষকরা বলছেন, এসব সম্পর্কের প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করতে এবং ডায়াবেটিসের বিভিন্ন ধরনের প্রভাব আরও স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য অতিরিক্ত গবেষণা প্রয়োজন।নিউ জার্সির হ্যাকেনস্যাক মেরিডিয়ান জার্সি শোর ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের মাতৃ ও ভ্রূণ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডা. জোনাথন ফারো বলেন, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় ফলাফল গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। তার ভাষায়, আগের গবেষণায় টাইপ—১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে অটিজম ও এডিএইচডির হার বেশি দেখা গেছে। নতুন এই গবেষণা প্রশ্ন তুলছে, মায়ের রক্তে উচ্চ শর্করা কি সরাসরি ভ্রূণের মস্তিষ্ক বিকাশে প্রভাব ফেলতে পারে? তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, এটি একটি মেটা---বিশ্লেষণ হওয়ায়

কারণ---পরিণতি সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।এ বিষয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার মেমোরিয়ালকেয়ার মিলার চিলড্রেনস অ্যান্ড উইমেন্স হাসপাতালের মাতৃ---ভ্রূণ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডা. মেগান ওকস বলেন, “গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়ে গবেষণা বাড়ছে। এই ফলাফলগুলো চিন্তার খোরাক জোগালেও, কারণ প্রমাণিত নয়এ কথা মনে রাখা জরুরি।”বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, যাদের আগে থেকেই ডায়াবেটিস রয়েছে বা ঝুঁকি বেশি, তাদের গর্ভধারণের আগেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। গর্ভাবস্থায় রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা মা ও শিশুর উভয়ের সুস্থতার জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এডিএইচডির প্রধান তিনটি ধরন রয়েছে

ইনঅ্যাটেনটিভ টাইপ : মনোযোগ ধরে রাখতে অসুবিধা, সহজে বিভ্রান্ত হওয়া।

হাইপারঅ্যাকটিভ-ইমপালসিভ টাইপ : অতিরিক্ত চঞ্চলতা, অস্থিরতা ও হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া।

কম্বাইন্ড টাইপ : উপরোক্ত দুই ধরনের লক্ষণের সমন্বয়, যা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ছোট শিশুদের মধ্যে হাইপারঅ্যাকটিভিটি ও ইমপালসিভ আচরণ বেশি দেখা যায়। কৈশোরে এসব উপসর্গ কিছুটা কমে যেতে পারে বা অস্থিরতার আকারে প্রকাশ পায়। তবে মনোযোগের ঘাটতি ও হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা অনেক সময় থেকেই যায়। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও অস্থিরতা, মনোযোগের অভাব ও ইমপালসিভ আচরণ দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। সিএইচডিডি—এর মতে, শৈশবে এডিএইচডিতে আক্রান্ত ৭৫ শতাংশের বেশি মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক জীবনেও উল্লেখযোগ্য উপসর্গ অনুভব করেন।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনেক প্রাপ্তবয়স্ক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের উপসর্গ সামলানোর কৌশল শিখে নেন। এতে বাইরে থেকে উপসর্গ কম চোখে পড়তে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সমস্যাগুলো আর নেই। অনেকেই কাজ, পড়াশোনা বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। কিছু গবেষণা ইঙ্গিত দেয়, যাদের প্রাপ্তবয়স্ক বয়সে এডিএইচডি শনাক্ত হয়, তাদের অনেকেরই শৈশবে এ রোগ ছিল, কিন্তু তা ধরা পড়েনি।ইনঅ্যাটেনটিভ ধরনের উপসর্গ যাদের বেশি, তারা প্রায়ই দেরিতে রোগনির্ণয় পান। CHADD জানায়, শৈশবে মেয়েশিশুদের তুলনামূলক কম এডিএইচডি শনাক্ত করা হয়, কারণ তাদের মধ্যে অতিরিক্ত চঞ্চলতার চেয়ে মনোযোগের ঘাটতি বেশি থাকে, যা অনেক সময় উপেক্ষিত হয়। তবে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই প্রায় সমান হারে রোগনির্ণয় হয়। চিকিৎসা না পেলে এডিএইচডির উপসর্গ হতাশা, আত্মসম্মানবোধের ঘাটতি ও অপরাধবোধ তৈরি করতে পারে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, চিকিৎসাহীন এডিএইচডিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মাদকাসক্তির ঝুঁকিও বেশি হতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, শৈশব, কৈশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক জীবনজুড়ে ধারাবাহিক সহায়তা ও চিকিৎসা পেলে এডিএইচডিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং জীবনমান উন্নত করতে পারেন। সব মিলিয়ে গবেষণার বার্তা স্পষ্ট, এডিএইচডি সাধারণত পুরোপুরি সেরে যায় না, তবে সঠিক চিকিৎসা, সহায়তা ও কৌশলের মাধ্যমে এর প্রভাব অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

এডিএইচডি কি সময়ের সঙ্গে সেরে যায়? যা বলছে গবেষণা

এক সময় গবেষকদের ধারণা ছিল, অ্যাটেনশন ডেফিসিট/হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার

(এডিএইচডি) শুধু শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি সেরে যায়। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, এডিএইচডি এমন একটি অবস্থা নয় যা মানুষ “অতিক্রম করে ফেলে”; বরং এটি প্রাপ্তবয়স্ক জীবনেও প্রভাব ফেলতে পারে।পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৮.৪ শতাংশ শিশু এবং ২.৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক এডিএইচডিতে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত। তবে অ্যাংজাইটি অ্যান্ড ডিপ্রেশন অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার তথ্য বলছে, এডিএইচডিতে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ২০ শতাংশেরও কম সঠিক রোগনির্ণয় বা চিকিৎসা পেয়েছেন। ফলে প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়েও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এডিএইচডি---সংক্রান্ত সংগঠন চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডাল্টস উইথ অ্যাটেনশন-ডেফিসিট/হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (ঞ্ছজ্ঞঙ্গ) জানায়, যেহেতু এডিএইচডি একটি স্নায়ুবিক ব্যাধি, তাই এটি বয়সের সঙ্গে পুরোপুরি সেরে যায় না; বরং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়।২০২১ সালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, এডিএইচডির উপসর্গ সময়ের সঙ্গে ওঠানামা করে।

নারীশিক্ষার অগ্রদূত হরিসভা বিদ্যালয়

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

প্রাক-স্বাধীনতাকালীন পর্যায়ে সেসময় মেয়েদের শিক্ষার প্রচলন ছিল না বললেই চলে। এমনকি মেয়েদের মাধ্যমিকস্তরের লেখাপড়ার কোনো স্কুল ছিল না। সেখানে হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় যেন এক আলোর প্রদীপের ন্যায় বর্ধমান শহরের জন-সমাজে নিজেকে মেলে ধরল বলা যায়। তথাকথিত অন্ধকারের বেড়াজাল সরিয়ে মেয়েদের শিক্ষালাভ সত্যিই বড় দুরূহ ছিল। যে সমাজে মেয়ে জন্মালেই অনেকক্ষেত্রে মানুষের ভুরু কুঁচকে যায় সেখানে স্ত্রী-শিক্ষা মানেই ধ্যান-ধারণা ছিল জীবনে অকাল বৈধব্য নেমে আসবে। স্ত্রী শিক্ষা মানেই ছিল সমাজের চোখ-রাঙানি। সেখানে কিছু শিক্ষিত, মুক্ত চিন্তাধারা, মন-মানসিকতা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের জন্য আজ হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় সমাজের বুকে এক জায়গা করে নিয়েছে।

১৩৩৩ সালে বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বর্ধমান শহরের বুকে হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হরিসভার নিজস্ব কোনও ভবন ছিল না। বর্ধমান রাজের জনৈক পাওনাদার দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের বৈঠক খানাতেও ১৯৩৩ সালের ১২ বৈশাখ একটি সভার আহ্বান করা হয় ধর্মসভা স্থাপন করার জন্য। উপস্থিত ছিলেন প্রথম সম্পাদক শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ।

নির্দিষ্ট কোনো জায়গা না থাকায় বর্তমান স্কুলের নাটমন্দিরে পঠন-পাঠন শুরু হয়। নারী শিক্ষার প্রসারে স্কুল প্রতিষ্ঠার উপর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য, লক্ষ্মণ চ্যাটার্জী, বসন্ত মৈত্র, প্রমথনাম দে প্রমুখ। নির্দিষ্ট ভবন না থাকায় সুবিনাম ঘোষ, সত্যচরণ মৈত্র, তারাপদ পাল, যগানন গুপ্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্ধমান মহারাজার কাছ থেকে জমিটি বিদ্যালয়ের নামে নথিভুক্ত হয়। ১৯৬৬ সালে মুদলিয়ার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণি) পঠনপাঠন আরম্ভ হয়। বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ছাত্রীরা পড়াশোনা করার সুবিধা পায়। বর্তমানে স্কুলের মোট ছাত্রী সংখ্যা ১৭০০ এর ওপরে। এছাড়াও, ৩৯ জন পূর্ণ সময়ের শিক্ষিকা, ৩ জন প্যারা টিচার, ১ জন গ্রন্থাগারিক রয়েছেন। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা কেকা লস্কর জানান, 'বর্ধমান শহরের এই ঐতিহ্যবাহী স্কুলের জন্ম যে উদ্দেশ্য নিয়ে তা আজ সার্বিকভাবে পূর্ণতা লাভের দ্বারে'। বর্তমানে স্কুলের তিনতলা বিল্ডিং, বাইরের দিকে ল্যাব ছাড়াও রয়েছে সাইকেল গ্যারেজ। এই স্কুলের একটি খেলার মাঠের অভাব রয়েছে। গুটি গুটি পায়ে ইতিমধ্যে স্কুল ৯২ বছর পার করেছে। নাই নাই করে প্রাইমারীর ছাত্রী সংখ্যাও ৯০৬ জনের কিছু বেশি। প্রাইমারীর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত কুমার ঘোষ বলেন, 'স্কুলের দায়িত্ব যেদিন থেকে পেয়েছিলাম সেদিন থেকেই নিজের মনে করে স্কুলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি।'

স্রোত আসে স্রোত যায়, স্বপ্নের চারা নিয়ে তেমনই ছাত্রীরা নার্সারীতে শুরু করে শেষ করে ক্লাস ১২ এর পাঠদানের মধ্যে দিয়ে। কেউও বা ভিড়ে মিলিয়ে যায়, কেউ বা ১০ এর মধ্যে একজন হয়ে উঠে। তেমনই প্রাক্তন ছাত্রী মুনমুন ঘোষের কথা, 'স্কুল মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। দিদিমনিদের কাছে পড়া না পারার জন্য বকুনি খাওয়া, লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়া, নাট মন্দিরের খুনসুটি, গেটের সামনে ফুচকা খাওয়া সবই আজ নস্টালজিয়া। দিদিমনিদের ওই শাসনটা ছিল বলেই আজ শিরদাঁড়া সোজা হয়েছে। মনে হয় সোনালী স্কুলের দিনগুলি বারে বারে ফিরে আসুক'।

প্রসঙ্গত, পুঁথিগত শিক্ষার বাইরেও যে একটা জীবন হতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৭ সালে রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন। সোভিয়েতে শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যে-সব দর্শক এই রকম গ্যালারীতে আসত তারা ধনী-মানী-জ্ঞানী দলের লোক। অর্থাৎ পর শ্রমজীবী।

সেই সভা চলাকালে একদল সংকীর্তনকারী উপস্থিত হওয়ায় তখনই 'বর্ধমান হরিসভা' নামে সভাটির নামকরণ করা হয়। প্রতি রবিবার নিয়ম করে এক সদস্যের বাড়িতে সভার অধিবেশন বসত। সভায় ধর্ম পুস্তক পাঠ, ধর্মালোচনা, হরিনাম সংকীর্তন হত। এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হলে মহারাজার দাক্ষিণ্যে মাসিক তেরো টাকার বিনিময়ে একটি ঘরভাড়া নেওয়া হয়, হরিসভার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য, চার বছর এভাবেই চলে। কমলানন্দ স্বামী (পরিব্রাজক), শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় আচার্য্য পদে ছিলেন। হরিসভার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজগঞ্জ মহন্ত অঞ্চলের শ্রীযুক্ত মনোহরশরণ দেব। বিভিন্ন মানুষজন পরবর্তীকালে মহারাজের কাছে জমির জন্য আবেদন করলে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ চৌদ্দ কাঠার উপর জমি হরিসভাকে পাট্টা বা লিজ হিসাবে দেন।

প্রসঙ্গত, হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য জমি ১৯৩৭ সালে মহারাজা দেন। সেখানে মূল ভবন তৈরি হয় আনুমানিক ১৯৪২-৪৩ সালে। ১৯৪৪-৪৫ সালে এটি মধ্য বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। পরে জুনিয়র হাইস্কুল এবং আরও পরে ১ জানুয়ারী ১৯৪৯ সালে হাইস্কুল হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর নারীশিক্ষার আরও ব্যাপক প্রসার লাভ হয়। পরবর্তীকালে ছাত্রী সংখ্যা বাড়ায় ১৯৫২-১৯৫৩ সালে শ্যামসায়রের দক্ষিণ পাড়ে, হরিসভার পশ্চিমে ও খোসবাগানের রাস্তার উপর বর্তমান ভবনটি তৈরি হয়। আইনজীবী থেকে অনুমতি দখল নিয়ে বর্তমান স্কুলের জমিটি অধিগ্রহণ করা হয়। সুবিমান ঘোষের নামে অনুমতি দাখিল করে পরে মহারাজা সেই জমি দান করেন। জমি ছাড়াও বর্ধমান মহারাজ হরিসভার গৃহ নির্মাণের জন্য ১ টাকা দেন।

১৯৩৪ সালের ২৪ জানুয়ারী গুটিকয়েক ছাত্রী নিয়ে স্কুলের সূচনা হয়।

স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা কৃষ্ণা কর্মকারের কথায়, 'এই স্কুলের মধ্য দিয়েই আমার কর্ম জীবনের সূত্রপাত। এই স্কুল আমার মায়ের মতো।' শত-সহস্র স্কুল ছাত্রীর কল-কাকলীতে বিদ্যালয় আজ যেন মুখরিত, মিড ডে মিলের রান্নার সুভাষ, শ্যামসায়রের নিস্তব্ধ জলরাশি, মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনি, লাল ইউনিফর্মের ভিড়ে সব যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। মিড ডে মিলের রাঁধুনি পদ্মা শীল জানান, 'অনেকদিন ধরেই স্কুলে রান্নার কাজ করছি। রাঁধুনি, হেল্পার সবগুচ্ছ মিলিয়ে আমরা ৮ জন কাজ করি। ছাত্রীরা আনন্দ সহকারেই মিড ডে মিল খায়।' হরিসভা স্কুলের প্রেসিডেন্ট অজিত খাঁ জানান, 'আগামীদিনে স্কুলের বিল্ডিং এর পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি লিফট ও জেনারেটরের ব্যবস্থাও করা হবে'।

শিশুর লালন-পালন হয় মায়ের কোলে, কিন্তু শিড়দাঁড়া সোজা করার জন্য দরকার প্রকৃত বিদ্যালয়ের ছত্রছায়া। স্কুল বাড়তে শেখায়, স্কুল গড়তে শেখায়। দু-চোখে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে পড়ুয়ারা, বিদ্যালয় চত্বরে পা দেয়। গুটি-গুটি ঘুমন্ত চোখে বাবা মায়েদের হাত ধরে তারা বিদ্যালয়ে আসে জীবনে নাম-যশ প্রতিষ্ঠার দৌড়ে। তৃপ্তা মণ্ডল নামে এক ছাত্রীর কথায়, 'স্কুলের দিদিমণিরা খুবই ভালো, পড়া না পারলে যেমন বকেন, তেমনই স্বাধীনতা দিবসের দিন হাতে সবগুচ্ছ তৈরিতেও ধরিয়ে দেয়'। সব মিলিয়ে বলা চলে স্কুলটি শহরের বুকে নারী শিক্ষার একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। হরিসভা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ড. সুব্রত রায় জানান, 'আগামীদিনেও নারীশিক্ষার জন্য এই স্কুলের উন্নয়নে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন'।

আহমেদাবাদে দেশের বৃহত্তম উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ইডিআইআই পরিদর্শনে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী, ত্রিপুরায় উদ্যোক্তা বিকাশে জোর

আহমেদাবাদ, ২৯ জানুয়ারি : গুজরাটের আহমেদাবাদে অবস্থিত ভারতের সর্ববৃহৎ এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া (ইডিআইআই) পরিদর্শন করেছেন ত্রিপুরার উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের স্থানীয় সম্পদ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সফল উদ্যোক্তায় রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় তিনি লেখেন, ইডিআইআই নতুন পণ্য উদ্ভাবন, প্যাকেজিং, বিপণন কৌশল নির্ধারণ থেকে শুরু করে একটি সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সমস্ত ধাপ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখায়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে তারা উদ্যোক্তা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

পরিদর্শনকালে ইডিআইআই-র আধিকারিকদের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কীভাবে কার্যকরভাবে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট করা যায়, ত্রিপুরার কোন কোন খাতে এবং কোন অঞ্চলে উদ্যোক্তা হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত ও ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন তিনি।

তিনি আরও লেখেন, ত্রিপুরার যুবসমাজকে আত্মনির্ভরশীল ও কর্মসংস্থানমুখী করে তুলতে ইডিআইআই-র সহায়তায় যৌথভাবে কাজ শুরু করার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে ত্রিপুরা রাজ্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগী মানসিকতা আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আলোচনার নিরিখে তিনি জানিয়েছেন, উদ্যোক্তাই আগামীর শক্তি এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে ত্রিপুরার ছাত্র-ছাত্রীদের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজনীয় সবরকম সহযোগিতা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মহল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

একটি শক্তিশালী ডেটা সেন্টারই তথ্যপ্রযুক্তি

● **প্রথম পাতার পর** উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি ডেটা সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে ভরতী এয়ারটেল-এর উদ্যোগে আগরতলায় ডেটা সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। আজ আগরতলার চানমারিতে আয়োজিত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা এয়ারটেল কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানান এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্ববৃহৎ ডেটা সেন্টার ত্রিপুরায় স্থাপনের জন্য রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, একটি শক্তিশালী ডেটা সেন্টারই তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামোর মেরুদণ্ড, যা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার তথ্য সংরক্ষণ, পরিচালনা ও ডিজিটাল পরিষেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থ, পরিকল্পনা ও সমন্বয় মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, আইএএস সচিব কিরণ গিত্তে, তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা সুপ্রকাশ জমাতিয়া। এয়ারটেলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বালাজি আর, সিইও এবং সিমরনবীর সিং, সিটিও , সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বিশ্বব্যাপী ডেটা ব্যবহারে ভারতের অংশ প্রায় ২০ শতাংশ হলেও দেশের ডেটা স্টোরেজ ক্ষমতা মাত্র ২ শতাংশ। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের ডেটা স্টোরেজ ক্ষমতা ১.৫ গিগাওয়াট থেকে বেড়ে ৮ গিগাওয়াটে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরায় ডেটা সেন্টার স্থাপন অত্যন্ত সময়োপযোগী উদ্যোগ।

তিনি আরও বলেন, অনুকূল জলবায়ু, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, দূষণমুক্ত পরিবেশ এবং উন্নত বিমান যোগাযোগ ত্রিপুরাকে ডেটা সেন্টার বিনিয়োগের আদর্শ গন্তব্য করে তুলেছে। আগরতলায় অবস্থিত দেশের তৃতীয় আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে রাজ্যের ডিজিটাল পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজ্যে রয়েছে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৩টি মেডিকেল কলেজ, ৬টি পলিটেকনিক ও একাধিক সাধারণ ও পেশাদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলছে। পাশাপাশি ২০২৫ সালে ডিরেগুলেশন ও কমপ্লায়েন্স রিডাকশনে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করায় রাজ্যের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ আরও জোরদার হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে আগরতলার চাণমারি এলাকায় এক একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ভরতী এয়ারটেল লিমিটেডকে। প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে নির্মিত হতে চলা এই ডেটা সেন্টারের ক্ষমতা হবে ৫ মেগাওয়াট এবং এতে ৮০ হাজার বর্গফুটের জ্বিত ভবন থাকবে।

অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার

● **প্রথম পাতার পর** ফ্যাসিলিটেটরকে ই-সাইকেল প্রদান করা হবে। এর ফলে সর্বমোট ১০০ জন আশা ফ্যাসিলিটেটর এই সুবিধার আওতায় আসবেন। সমগ্র প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৬ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিদ্যুৎ, কৃষি ও অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ তাঁর বক্তব্যে আশা ফ্যাসিলিটেটরদের 'হেলথ ওয়ারিয়র' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, গর্ভবতী মায়েদের দেখভাল থেকে শুরু করে শিশুর সঠিক বেড়ে ওঠা পর্যন্ত তাঁরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া-সহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগ চিহ্নিতকরণ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ই-সাইকেল তাঁদের দৈনন্দিন কাজকে আরও সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ করবে।

তিনি বলেন, এই ই-সাইকেলগুলিতে আধুনিক বৈদ্যুতিক মোটর ও রিচার্জযোগ্য ব্যাটারি সংযুক্ত রয়েছে, যা অল্প খরচে চার্জ করা যায় এবং একবার চার্জে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে সক্ষম। সর্বোচ্চ গতি ২৫ কিলোমিটার হওয়ায় এটি নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব। এর ফলে আশা ফ্যাসিলিটেটরদের যাতায়াতের সময় কমবে, কাজের গতি বাড়বে, পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রশান্তি বজায় থাকবে। বিদ্যুৎ দপ্তরের অগ্রগতির প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আগরতলা থেকে চোরাইবাড়ি পর্যন্ত ২৭১ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন হয়েছে। যার ফলে ভবিষ্যতে দ্রুতগতির এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচলের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। আগামী প্রজন্ম বিদ্যুৎনির্ভর প্রযুক্তির উপর আরও বেশি নির্ভরশীল হবে বলে উল্লেখ করে তিনি নবায়নযোগ্য শক্তি ও বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর যোজনার আওতায় রাজ্যে ইতিমধ্যে ৭৪০ জন গ্রাহক সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং এই প্রকল্পে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও ত্রুটি নির্ণয়ের কাজ শুরু হবে বলেও তিনি জানান। এদিন বিদ্যুৎ মন্ত্রী চম্পকনগর পিএসসি-এর হানুপা বেগম ও বিশুরানী দেববর্মা এবং কাতলামারা পিএসসি-এর সুমোশিল ও নন্দিতা দেবনাথের হাতে প্রতীকীভাবে ই-সাইকেলের চাবি তুলে দেন।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে নিরলসভাবে কাজ করছে এবং এই লক্ষ্যেই দেশ সেরা রাজ্য হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তিনি বলেন, আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বিদ্যুৎ ছাড়া কোনও কাজই সম্ভব নয়। তাই আমাদের পরিষ্কার ও সবুজ শক্তির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সৌরশক্তির মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যেই ২৫টি গ্রামে জল সরবরাহ নিশ্চিত করেছি। এখন সৌরশক্তির ওপর আরও বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। আমরা দাবি করছি না যে বিদ্যুৎ সরবরাহে আমরা দেশের এক নম্বরে আছি, বর্তমানে ত্রিপুরা চতুর্থ স্থানে রয়েছে। তবে আমাদের মূল লক্ষ্য হলো সঠিক ও ২৪শ্র৭ বিদ্যুৎ পরিষেবা দিয়ে দেশসেরা রাজ্যে পরিণত হওয়া। মন্ত্রী আরও জানান, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতি মেগাওয়াটে ৭ থেকে ২০ কোটি টাকা খরচ হয়, গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে লাগে ৫ থেকে ১০ কোটি টাকা, অথচ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ মাত্র প্রায় ৪ কোটি টাকা প্রতি মেগাওয়াট।

তিনি বলেন যদি সর্বত্র সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করা যায়, তাহলে আমরা অবশ্যই দেশসেরা হতে পারব। প্রায় ৩৮,০০০ কানি জমিতে সৌর পাম্প বসানো হয়েছে, যার ফলে আগামী ২৫ বছর জল নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এখন মানুষ সৌরশক্তি থেকে আয়ও করছেন এবং বিদ্যুৎ বিলও শূন্য পাচ্ছেন। বিদ্যুৎমন্ত্রী আশা কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁদের সমাজের যোদ্ধা হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি বলেন ঘরে ঘরে গিয়ে শিশুদের টিকাকরণসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার জন্য আমি আমাদের আশা কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের অবশ্যই তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা নীরবে কাজ করে যানতাঁরাই সমাজের প্রকৃত যোদ্ধা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টিএসইসিএল (ফিন্যান্স)-এর জেনারেল ম্যানেজার গৌতম মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন টিইআরসি মেম্বার পুষ্পিতা চক্রবর্তী, ন্যাশনাল হেলথ মিশনের মেম্বার সেক্রেটারি সৌভিক দেববর্মা, ত্রিপুরা বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের সচিব অভিষেক সিং। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন টিপিজিএল (টেকনিক্যাল)-এর জেনারেল ম্যানেজার মনোজ কুমার দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, আশা ফ্যাসিলিটেটর ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কার, কর্মদক্ষতা ও

● **প্রথম পাতার পর** প্রতিযোগিতামূলক ও উৎপাদনশীল ভারতের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ, তিনি বলেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সংসদের বাজেট অধিবেশন ভিক্সিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এবং কেন্দ্র 'রিফর্ম এক্সপ্রেস'-এর ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের দিকে এগোচ্ছে। তিনি রাষ্ট্রপতির সংসদে ভাষণের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "গতকাল রাষ্ট্রপতির ভাষণ ১৪০ কোটির ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাস এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেছে। তিনি সংসদ সদস্যদের কাছে নিজের আশা ও অনুভূতি সহজ ভাষায় শেয়ার করেছেন। আমি নিশ্চিত যে সংসদ সদস্যরা এটিকে গুরুত্ব সহকারে নেবেন।"

২১ শতকের এক চতুর্থাংশ ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ এখন ভিক্সিত ভারত ২০৪৭-এর ভিশন বাস্তবায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ২৫ বছরের যাত্রা শুরু করেছে। তিনি বলেন, এই সময়কাল ভারতের ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ এবং বৈশ্বিক অর্ডারে ভূমিকা নির্ধারণ করবে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলাসীতারামনের কথাও উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি প্রথম অর্থমন্ত্রী যিনি ন'বারের জন্য বাজেট সংসদে উপস্থাপন করছেন। এটি ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে একটি গৌরবময় মুহূর্ত।

সরকারের বিস্তৃত কার্যক্রম প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মনোযোগ প্রাকৃতিকভাবেই বাজেটের দিকে থাকলেও সরকারের মূল দর্শন সংস্কার, কর্মদক্ষতা ও রূপান্তর রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা দ্রুত 'রিফর্ম এক্সপ্রেস'-এ উঠেছি। আমি সমস্ত সংসদ সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই এই 'রিফর্ম এক্সপ্রেস'-কে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। ফলস্বরূপ, রিফর্ম এক্সপ্রেস এখন গতিশীল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি থেকে সরে এসে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান বাস্তবায়নের দিকে এগোচ্ছে, যা পূর্বাভাসযোগ্যতা তৈরি করে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। তিনি আরও বলেন, সরকার যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তা প্রগতিশীল ও মানবকেন্দ্রিক।

তিনি বলেন, আমরা প্রযুক্তি গ্রহণ করব, শিখব এবং এর সম্ভাবনা ব্যবহার করব, তবে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কম্প্রোমাইজ করব না। সংবিধানিক মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দিয়ে আমরা প্রযুক্তির সঙ্গে চিন্তাশীল সমন্বয় করব।

তিনি আরও বলেন, সমালোচনা এবং ভিন্নমত গণতন্ত্রে স্বাভাবিক, তবে সরকারের মূল লক্ষ্য সর্বশেষ পর্যায়ে সেবা পৌঁছে দেওয়া। এটি শুধু কাগজপত্র নয়, জীবনের মধ্যে পৌঁছানো। এই পরম্পরা আগামী প্রজন্মের সংস্কারের মধ্য দিয়ে চালিয়ে যাবে।

ভারতের বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতাও উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের গণতন্ত্র ও জনসংখ্যা আজ বিশ্বের কাছে বড় আশা প্রদান করছে। এই গণতন্ত্রের মন্দিরে আমাদের সুযোগ রয়েছে বিশ্বের কাছে আমাদের ক্ষমতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেওয়া সিদ্ধান্তের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদর্শন করার। বিশ্ব এটি স্বীকৃতি দিচ্ছে। তিনি যোগ করেন, আজ দেশ বিলম্ব নয়, বরং সময়মতো পদক্ষেপ নিচ্ছে। এটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে হতাশ হওয়ার সময় নয়। আজ সাহসী, সমাধানমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণের যুগ। আমি সমস্ত সম্মানিত সংসদ সদস্যকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

পথ কুকুরদের শেল্টার হাউসে

● **প্রথম পাতার পর** এদিনের বৈঠকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের কমিশনার, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকরা এবং আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্পোরেটররা।

এদিনের বৈঠক শেষে সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র দীপক মজুমদার জানান, আগরতলা শহরের পথ কুকুরগুলিকে ধাপে ধাপে শেল্টার হাউসে স্থানান্তরিত করা হবে। সেখানে কুকুরগুলির যথাযথ পরিচর্যা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি খাদ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও প্রতিটি ওয়ার্ডে পথ কুকুর সংক্রান্ত জনসচেতনতা প্রচার চালানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যাতে সাধারণ মানুষ সতর্ক থাকেন। এর ফলে কুকুরদের উপরে অপ্রয়োজনীয় সংঘাত এড়ানো সম্ভব হবে।

মেয়র আরো বলেন, বিভিন্ন সময় দেখা যায় পথ কুকুরের কামড়ের ঘটনায় প্রায়শই সাধারণ মানুষ আহত হচ্ছেন। বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় পথ কুকুরেরা। তাই সেইসব সমস্যাগুলি সমাধানের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে আগরতলা শহরে আনুমানিক ১,২০০টির মতো পথ কুকুর রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এই কুকুরগুলিকে শেল্টার হাউসে স্থানান্তরিত করে মানবিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়েই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বারামতিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয়

● **প্রথম পাতার পর** প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশীলকুমার শিন্ডে ও অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রী নারালোকেশসহ একাধিক নেতা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বৃহস্পতিবার সকালে বারামতির পুন্যশ্লোক অহিল্যাদেবী হাসপাতাল থেকে অজিত পাওয়ারের মরদেহ তাঁর গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানটি টেবিলটপ এয়ারস্ট্রিপের প্রান্ত থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে ভেঙে পড়ে আগুন ধরে যায় বলে জানা গেছে।

এই দুর্ঘটনায় আরও নিহত হন পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত কাপুর (১৫,০০০ ঘণ্টার উড়ান অভিজ্ঞতা), কো-পাইলট ক্যাপ্টেন শম্ভাবী পাঠক (১,৫০০ ঘণ্টা), ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা বিদিপ যাদব এবং ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট পিঙ্কি মালি। তাঁদের মরদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে।

পুলিশ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে। সরকার বুধবার দুর্ঘটনার ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। বিবৃতিতে জানানো হয়, খারাপ দৃশ্যমানতার কারণে একবার 'গো-অ্যারাউন্ড' করার পর অবতরণের ছাড়পত্র দেওয়া হলেও বিমানটি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে কোনো 'রিড-ব্যাক' দেয়নি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এয়ারস্ট্রিপের প্রান্তে আগুন ধরে যায়।

বৃহস্পতিবার বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানায়, লিয়ারজেট বিমানের 'ব্ল্যাক বক্স' (ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার ও ককপিট ভয়েস রেকর্ডার) উদ্ধার করা হয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য অনিশ্চয়তার মধ্যেও

● **প্রথম পাতার পর** সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত করতে পারে এবং বিদেশি ক্রেতাদের নিরুৎসাহিত করতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দেশীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে রপ্তানি সম্ভাবনার আরও ভালো সমন্বয় ঘটাতে পারলে ভারতের কৃষিখাত রপ্তানি-নির্ভর প্রবৃদ্ধিতে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সরকারের মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৮

● **প্রথম পাতার পর** দ্রুতগতিতে আসা দুটি গাড়ির সংঘর্ষে মারুতি ভ্যানটি সম্পূর্ণরূপে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। সংঘর্ষের তীব্রতায় ভ্যানের ভিতরে থাকা যাত্রী ও চালক গাড়ির মধ্যে আটকে পড়েন। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অগ্নি নির্বাপক দপ্তর ও পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহতদের গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘৃণার বদলে ভালোবাসার বার্তা

● **প্রথম পাতার পর** স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্যান্য আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন প্রদ্যোত কিশোরের মা বিভুকুমারী দেবীও।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যোত বলেন, কারো ব্যাপারে ঘৃণা ছড়াতে চান না তিনি। সকল ত্রিপুরাবাসীকেই তিনি ভালোবাসেন। নাম না করে তিনি বিজেপির উদ্দেশ্যে বলেন, অনেকেই রাজনীতির স্বার্থে মাঝেমধ্যে অনেক ধরনের কথা বলে থাকেন। যারা তাকে ঘৃণা করেন তাদের বদলে ভালোবাসার মাধ্যমে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন তিনি।

ই- রিক্সা বিতরণ সর্মকে তিনি বলেন, এদিন ১৬১ টি ই - রিক্সা বিতরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি আরও ১৬০০ টি অটো প্রদান করা হবে। মূলত এডিসির যুব সমাজের রোজগার বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন এছাড়াও এডিসির উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। যারা বলেন এডিসির উন্নয়ন হচ্ছে না, এটা ভুল কথা বলছেন। গ্রামীন এলাকার কৃষকদের জন্য শহরে কোল্ড স্টোরেজ, পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যাত্রীবাহী গাড়ি সহ আরো বিভিন্ন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে বলে দিন আশ্বাস প্রদান করলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর** পড়েন এক ব্যক্তি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা। পরে তাঁরা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে পাঠান।

মৃত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি শান্তির বাজার মহকুমার গার্ধাং এলাকার বাসিন্দা লক্ষ্মণ বৈদ্য (৭৫)। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এটি আত্মহত্যা না কি অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

মিথ্যা তৈরির ফ্যাক্টরি হচ্ছে বিজেপি ঃ বৃন্দা কারাত

● **প্রথম পাতার পর** হচ্ছে। গোটা দেশে বিকাশের নামে আদিবাসীদের ক্ষতি করা হচ্ছে।

বিজেপি সংবিধানের কিছুই জানেনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে স্যালুট জানান, সেই স্যালুটের মানে তিনি জানেন না। তিনি শপথ নিয়েছেন। যা হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্তান রক্ষার লড়াই। এতে আদিবাসীদের রক্ষার কোন উদ্যোগ নেই। আদিবাসীদের জল জঙ্গল রক্ষা করার কোন অভিধান আরএসএস-এর সংবিধানে নেই। তাঁর কথায়, এঞ্জিল চাকমার মৃত্যুর জন্যেও বিজেপি সরকার দায়ী। বিজেপির এই বিভাজনের রাজনীতির ফলে গুন্ডারা তাকে হত্যা করেছে। এক জনজাতি মা তার সর্বস্ব দিয়ে ছেলেকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ছেলের মৃত্যুর জবাব দিতে পারবে না বিজেপি। এমজিএন রেগা প্রসঙ্গেও বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি। ভারতের জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ জনজাতি। কিন্তু মন রেগার সাইটে ২০ শতাংশ জনগণ আদিবাসী সম্প্রদায়ের। গরীব আদিবাসীদের সেই কাজের অধিকার, সেই সম্পদটুকু বিজেপি কেড়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, বাম আমলে রাজ্যে শিক্ষার উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু বর্তমানে তার কিছুই নেই। জনজাতি এলাকাগুলিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন বিঘ্নিত হচ্ছে। বিদ্যাজ্যোতির নামে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করা হচ্ছে। বিভাজনের রাজনীতির উপর ভর করে কখনো উন্নয়ন সম্ভব হয় না। আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে খেলা করছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ডাবল ইঞ্জিন সরকার। বিজেপিকে আগামী দিন জবাব দিতে আহ্বান করেন বিন্দা কারাত। তিপরা মথার দিকে আঙ্গুল তুলে বলেন, প্রাক্তন সাংসদ সরাসরি বলে দিয়েছে সঠিক রাস্তায় যদি না চলে তাহলে জেলে পাঠাবে। ফলে তিপরা মথার সম্মান কোথায়? শুধুমাত্র অর্থ আর আসন হলেই তাদের চলে। এভাবেই বিন্দা কারাত বিজেপি এবং মথার সমালোচনা করেন এদিন। তিনি বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান কারোর পিতৃ সম্পত্তি নয়। এগুলির অধিকার দেশের সংবিধান দেয়। স্কলারশিপ, শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা সবকিছুই আজ ত্রিপুরা থেকে মুছে যাচ্ছে বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের জন্য। শুধু তাই নয় এক অংশের মানুষের সঙ্গে অন্য অংশে মানুষের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা করে দেশের সংবিধানের উপর আঘাত নামিয়ে আনছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। এদিন ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট নিয়েও সরব হন তিনি। বৃন্দা কারাত বলেন, ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট এর মাধ্যমে আদিবাসীদের জল জঙ্গল জমি রক্ষা করার লড়াই করেছে গণমুক্তি পরিষদ। ১৯৪০ সাল থেকে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে গণমুক্তি পরিষদ। কিন্তু সেই অধিকারও কেড়ে নিচ্ছে বিজেপি সরকার। আদিবাসী এলাকাগুলিতে জমির পাট্টা রয়েছে, কিন্তু সেই পাট্টা দিয়ে লোন নেওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন পদ্ধতিতে আদিবাসীদের রাবার প্লান্টেশন বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। জল জঙ্গল সব কিছুই আদানি-আম্বানির হাতে তুলে দেওয়া হয় হচ্ছে। ভূমি মাটি ছাড়া হচ্ছেন আদিবাসীরা। তাদের চিন্তা করছে না এই সরকার। এই সরকারের বিরুদ্ধে গণমুক্তি পরিষদের আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানালেন বৃন্দা কারাত। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সরকারকে এক হাত নিলেন। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের ত্রিপুরা রাজ্যে গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়েছে। কোমা থেকে একেবারে কবরে ঠেলে দিয়েছে বিপ্লব কুমার দেব এবং মানিক সাহারা।

৩১ জানুয়ারি দ্বিতীয় ভারত—আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি: চলতি মাসের ৩১ জানুয়ারি দ্বিতীয় ভারত—আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আয়োজন করতে চলেছে ভারত। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করবে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)।
এই বৈঠকে আরব লিগের সদস্য দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এবং আরব লিগের মহাসচিব অংশগ্রহণ করবেন। বৈঠকের মাধ্যমে ভারত ও আরব দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরও জোরদার হওয়ার আশা করা হচ্ছে।
ইতিমধ্যেই বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে এসে পৌঁছেছেন সুদানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহিলদিন সালিম আহমেদ ইব্রাহিম, প্যালেস্টাইনের পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী ভারসেন আগাবেকিয়ান এবং কমোরোসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহামেদ এমবায়ে চ্যানফিউ।
ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় এই নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, তাঁদের এই সফরের ফলে ভারত ও আরব দেশগুলির মধ্যে জনগণ-থেকে-জনগণের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলা: আলিপুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে সিবিআই হানা, তল্লাশি চলছে

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি: হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরে তল্লাশি চালাচ্ছে সিবিআই। সূত্রের খবর, প্রথমে আলিপুরের নিউ রোডে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। সেখানে অভিযুক্তকে না পেয়ে পরে আলিপুর অ্যাভিনিউয়ের আর একটি বাড়িতে হানা দেন তাঁরা। ওই বাড়িতে তল্লাশি চলছে।
সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অভিযান হাজার কোটি টাকার একটি আর্থিক প্রতারণা মামলার তদন্তের অঙ্গ। আলিপুরের পাশাপাশি কলকাতার আরও একাধিক জায়গাতেও একযোগে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে খবর।
উল্লেখ্য, এই মামলায় এর আগে সিবিআইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থাও তদন্ত করেছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-ও তদন্তে নেমেছিল এবং বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। পরে হাই কোর্ট এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়।
অভিযোগ, ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর ধরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ধাপে ধাপে বিপুল অঙ্কের ঋণ নেওয়া হয়। প্রথমে প্রায় ৭৩০ কোটি টাকা এবং পরে আরও ২৬০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে। এই মামলায় দুই ব্যবসায়ী, দুই সংস্থা এবং অজ্ঞাতপরিচয় এক সরকারি কর্মচারীর নাম জড়িয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০(বি) ধারার পাশাপাশি দুর্নীতি দমন আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। সেই মামলার তদন্তের সূত্রেই এ দিন অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তেলিয়ামুড়ায় রেললাইনের ধারে ফেন্সিডিল উদ্ধার, পুলিশের সঙ্গে দুষ্কৃতীদের সংঘর্ষে আহত এক পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জানুয়ারি: তেলিয়ামুড়া থানাধীন লাখাই বাজার সংলগ্ন রেললাইনে বৃহস্পতিবার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চলন্ত ট্রেন থেকে একটি ব্যাগ ভর্তি ফেন্সিডিল ফেলে পালানোর চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। অভিযানের নেতৃত্ব দেন থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দে। উদ্ধার অভিযানের সময় দুষ্কৃতীদের হামলায় এক পুলিশ কর্মী আহত হন বলে জানা গেছে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এসডিপিও রোহন কৃষাণ। পুলিশের তৎপরতায় ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যাগ ভর্তি বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর তেলিয়ামুড়া থেকে বড়মুড়া হয়ে আগরতলাগামী রেললাইনের বিভিন্ন অংশে জোরদার তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, রেলপথকে ব্যবহার করে মাদক পাচারকারীরা সক্রিয়ভাবে ফেন্সিডিল পাচার করছেএই ঘটনায় তা আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, এই পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্তের মাধ্যমে গোটা মাদক চক্রের শিকড়ে পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালেও পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সচেতন মহলের মতে, পুলিশের অভিযান প্রশংসনীয় হলেও ভবিষ্যতে মাদক পাচার রুখতে আরও কঠোর নজরদারি ও নিয়মিত অভিযান চালানো জরুরি।

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ড: ঘটনাস্থলে পাঁচজনের বেশি জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা, গার্ডরেলে সাঁটানো নোটিস; দুপুরে যাওয়ার কথা শুভেন্দুর

আনন্দপুর, ২৯ জানুয়ারি : আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলে পাঁচজনের বেশি জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই মর্মে গার্ডরেলে নোটিস সাঁটিয়ে দিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, অতিরিক্ত জমায়েতের ফলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণেই বারুইপুর আদালতের অনুমতি নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলে যাওয়ার কথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। তাঁর কর্মসূচির আগেই ঘটনাস্থল ঘিরে পুলিশের তরফে নিষেধাজ্ঞার নোটিস জারি হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে শুভেন্দু অধিকারীর কর্মসূচি ঘিরে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে গড়িয়া শীতলামন্দির চত্বর থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পর্যন্ত মিছিল করে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে পুলিশ সেখানে ১৬৩ ধারা জারি করায় আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চ মামলার অনুমতি দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরেই এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।
প্রসঙ্গত, গত রবিবার আনন্দপুরের নাজিরাবাদ এলাকায় দুটি গুদামে ভয়াবহ আগুন লাগে। তার মধ্যে একটি ছিল ওয়াও মোমো সংস্থার গুদাম এবং অন্যটি একটি ডেকরেটার্সের গুদাম। এই অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ১১ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে একাধিক দেহাংশ উদ্ধার হয়েছে। ওই দেহাংশগুলি এক জনের নাকি একাধিক ব্যক্তির, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, মোট ২১টি দেহাংশ উদ্ধার করা হয়েছে এবং ২৭ জনের নামে নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের হয়েছে থানায়।
বৃহস্পতিবার সকালেও আগুনে পুড়ে যাওয়া গুদাম দু'টির ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলেছে। জেসিবি ও ক্রেনের সাহায্যে ধ্বংসাবশেষ সরানো হচ্ছে, কেটে নামানো হচ্ছে গুদামের টিনের শেড। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাত প্রায় ৩টে নাগাদ প্রথমে ডেকরেটার্সের গুদামে আগুন লাগে এবং সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ওই গুদামের মালিক গঙ্গাধর দাসকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

নিপা সংক্রমণের জেরে চাঙ্গি বিমানবন্দরে তাপমাত্রা পরীক্ষা চালু করবে সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুর, ৯ জানুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গে নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণের খবর সামনে আসার পর চাঙ্গি বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা আরও কড়া করার সিদ্ধান্ত নিল সিঙ্গাপুর। আক্রান্ত এলাকা থেকে আসা যাত্রীদের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা পরীক্ষা (থার্মাল স্ক্রিনিং) চালু করা হবে বলে জানিয়েছে সেখানকার প্রশাসন।
বুধবার এক বিবৃতিতে সিঙ্গাপুরের কমিউনিকেবল ডিজিজেস এজেন্সি জানিয়েছে, দেশের প্রবেশপথগুলিতে যাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ জারি করা হবে। বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের অসুস্থ বোধ করলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হবে। পাশাপাশি, বিদেশগামী যাত্রীদেরও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হবে।
এছাড়াও, সাউথ এশিয়া থেকে আগত নতুন অভিবাসী শ্রমিকদের উপর নজরদারি আরও জোরদার করছে সিঙ্গাপুরের শ্রম মন্ত্রক।
এজেন্সির তরফে জানানো হয়েছে, নিপাহ ভাইরাস সাধারণত বাদুড়ের সংস্পর্শে এলে অথবা বাদুড়ে দূষিত খেজুরের রস কিংবা ফল খাওয়ার মাধ্যমে ছড়াতে পারে। যদিও ২০১১ সাল থেকে সিঙ্গাপুরে বাদুড়দের উপর চালানো জৈব নজরদারি কর্মসূচিতে এখনও পর্যন্ত নিপাহ ভাইরাসের কোনও উপস্থিতি ধরা পড়েনি বলে জানানো হয়েছে। এই তথ্য জানিয়েছে চিনের সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া।
উল্লেখ্য, নিপাহ ভাইরাস একটি জুনোটিক ভাইরাসযা প্রাণী থেকে মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়। দূষিত খাবারের মাধ্যমে বা মানুষে-মানুষেও এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। আক্রান্তদের ক্ষেত্রে উপসর্গহীন সংক্রমণ থেকে শুরু করে তীব্র শ্বাসকষ্ট ও প্রাণঘাতী এনসেফালাইটিস পর্যন্ত হতে পারে। পশুদের মধ্যেও, বিশেষ করে শূকরের ক্ষেত্রে, এই ভাইরাস মারাত্মক সংক্রমণ ঘটিয়ে বড় আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়ায় শূকর পালনকারীদের মধ্যে প্রথম নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। ওই বছরের পর মালয়েশিয়ায় নতুন করে আর কোনও প্রাদুর্ভাব দেখা যায়নি। ২০০১ সালে বাংলাদেশে এই রোগ শনাক্ত হয় এবং তারপর থেকে প্রায় প্রতি বছরই সেখানে নিপাহ সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন এলাকাতেও সময় সময় এই রোগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।
নিপাহে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক উপসর্গের মধ্যে রয়েছে জ্বর, মাথাব্যথা, পেশিতে ব্যথা, বমি ও গলা ব্যথা। পরে মাথা ঘোরা, ঝিমুনি, চেতনায় পরিবর্তন এবং স্নায়বিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা তীব্র এনসেফালাইটিসের ইঙ্গিত দেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নিউমোনিয়া ও গুরুতর শ্বাসকষ্টও হতে পারে। মারাত্মক অবস্থায় খিঁচুনি ও এনসেফালাইটিস থেকে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগী কোমায় চলে যেতে পারেন।

নতুন অজানা রোগে আক্রান্ত গবাদি পশু, আতঙ্কে দক্ষিণ চড়িলাম চৌমুহনি পাড়ার গো-পালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জানুয়ারি: নতুন এক অজানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে গবাদি পশুএমন ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে দক্ষিণ চড়িলাম চৌমুহনি পাড়া এলাকায়। এলাকার একাধিক গো-পালক জানিয়েছেন, সম্প্রতি তাঁদের গবাদি পশুর শরীরে অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, যার ফলে দুধ উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং পশুগুলি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।
স্থানীয় গো-পালকদের অভিযোগ, রোগটি কী ধরনের তা এখনও স্পষ্ট নয় এবং সাধারণ চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল মিলছে না। এই অবস্থায় অবিলম্বে পশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে এলাকায় একটি চিকিৎসা শিবির আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। গো-পালকদের আশঙ্কা, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে গবাদি পশু বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে এবং এর সরাসরি প্রভাব পড়বে তাঁদের জীবিকা ও আয়ের উপর।
এলাকার বাসিন্দারা জানান, বিষয়টি নিয়ে পশু সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাঁরা দ্রুত এলাকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাঠিয়ে রোগ নির্ণয়, প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ এবং টিকাকরণসহ জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।
গো-পালকদের মতে, সময়মতো পদক্ষেপ না নিলে রোগটি আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তাঁরা।

কৃষি দপ্তরের সরকারি ফল বাগানে নাশকতার আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ জানুয়ারি: বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর কৃষি মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিন রাধানগর এবং বাতিসা গাম পঞ্চায়েত এর অধীন কৃষি দপ্তরের সরকারি ফল বাগানে গতকাল রাতের আঁধারে কে বা কাহারা অগ্নিসংযোগ ঘটায়।
এতে করে আগুনে পুড়ে ছাই লিচু গাছ। যদিও স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন বেশিদূর ছড়াতে পারেনি। গতকাল রাতে সরকারি ফল বাগানে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা খবর দেয় বাগান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের। খবর পেয়ে ছুটে আসেন রাজনগর কৃষি মহকুমার তত্ত্বাবধায়ক দীপক চন্দ্র দাস সহ অন্যান্য কর্মীরা। খবর দেওয়া হয় রাজনগর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। যথারীতি ছুটে আসেন দমকল বাহিনী এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।
রাজনগর কৃষি মহাকুমার তত্ত্বাবধায়ক দীপক চন্দ্র দাস জানান এলাকাবাসী এবং অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের সহযোগিতায় বড়সড় অগ্নি কান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে গোটা বাগান। জানানো হয়েছে পি আর বাড়ি থানায় এবং দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের। তিনি জানান এই বাগানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন লিচু গাছ, আম গাছ, নারকেল গাছ, আনারস গাছ সহ আর প্রভৃতি। বেশ কিছু ফলের চারা নতুন করে লাগানো হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা যদি আবারো পুনরাবৃত্তি হতে থাকে তাহলে এই বাগান রক্ষা করা খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। বৃহস্পতিবার বাগানে গিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন কৃষি তত্ত্বাবধায়ক দীপক চন্দ্র দাস।

চুড়াইবাড়ি গেটে ২৫ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ জানুয়ারি: উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি গেট এলাকায় প্রায় ২৫ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুড়াইবাড়ি গেট এলাকার নজবুল হকের দোকানের সামনে থেকে জাল নোটগুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সমস্ত নোটই ছিল ২০০ টাকার এবং মোট মূল্য আনুমানিক ২৫ হাজার টাকা।
খবর পেয়ে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তদন্তে সহযোগিতার জন্য দুই জন সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীকেও ঘটনাস্থলে দেখা যায়।
এলাকার এক বাসিন্দা জানান, যার দোকানের সামনে থেকে জাল নোট উদ্ধার হয়েছে, তিনি এই ধরনের কোনো বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁর দাবি, কাউকে ফাঁসানোর উদ্দেশ্যেই ওই স্থানে জাল নোট রেখে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।
ঘটনার পর পুলিশ জাল নোটগুলি বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে ও কারা ওই জাল নোট সেখানে রেখে গেল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিষয়টির প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে সব দিক থেকে তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

বারামতিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন

মুম্বাই, ২৯ জানুয়ারি :পুণে জেলার বারামতিতে বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের শেষকৃত্য পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয়েছে। বিমান দুর্ঘটনায় নিহত অজিত পাওয়ারের শেষকৃত্যে তাঁর পুত্র পার্থ ও জয় মুখাগ্নি দেন।
বারামতির বিদ্যা প্রতিষ্ঠান ময়দানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ পাওয়ার, বিজেপি সভাপতি নীতিন নাবিন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অজিত পাওয়ারের স্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার (রাজ্যসভার সাংসদ), তাঁদের পুত্র পার্থ ও জয়, কাজিন সুপ্রিয়া সুলে (বারামতি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ), এনসিপির কার্যনির্বাহী সভাপতি ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল প্যাটেল প্রমুখ।
অজিত পাওয়ারের মরদেহ জাতীয় পতাকায় মোড়া অবস্থায় কাতেওয়াড়ি গ্রাম থেকে বিদ্যা প্রতিষ্ঠান ময়দানে আনা হলে হাজারো মানুষ অজিত দাদা অমর রহে স্লোগানে শ্রদ্ধা জানান। অমিত শাহ, নীতিন গডকরি, নীতিন নাবিন, দেবেন্দ্র ফড়নবিস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটাওয়ালে, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত, একনাথ শিন্ডে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশীলকুমার শিন্ডে ও অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রী নারালোকেশসহ একাধিক নেতা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
বৃহস্পতিবার সকালে বারামতির পুন্যশ্লোক অহিল্যাদেবী হাসপাতাল থেকে অজিত পাওয়ারের মরদেহ তাঁর গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানটি টেবিলটপ এয়ারস্ট্রিপের প্রান্ত থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে ভেঙে পড়ে আগুন ধরে যায় বলে জানা গেছে।
এই দুর্ঘটনায় আরও নিহত হন পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত কাপুর (১৫,০০০ ঘণ্টার উড়ান অভিজ্ঞতা), কো-পাইলট ক্যাপ্টেন শম্ভাবী পাঠক (১,৫০০ ঘণ্টা), ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা বিদিপ যাদব এবং ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট পিঙ্কি মালি। তাঁদের মরদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে।
পুলিশ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে। সরকার বুধবার দুর্ঘটনার ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। বিবৃতিতে জানানো হয়, খারাপ দৃশ্যমানতার কারণে একবার 'গো-অ্যারাউন্ড' করার পর অবতরণের ছাড়পত্র দেওয়া হলেও বিমানটি এয়ার ট্রাফিক কন্টোলকে কোনো 'রিড-ব্যাক' দেয়নি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এয়ারস্ট্রিপের প্রান্তে আগুন ধরে যায়।
বৃহস্পতিবার বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানায়, লিয়ারজেট বিমানের 'ব্ল্যাক বক্স' (ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার ও ককপিট ভয়েস রেকর্ডার) উদ্ধার করা হয়েছে।

"ভিবি-জি-রাম-জি", "নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ", " নেশামুক্ত ভারত', ও "বন্দেমাতরম এর ১৫০' বছর শীর্ষক আলোচনা

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬: কেন্দ্রীয় সরকারের চারটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করতে আজ ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হল সাংবাদিকদের নিয়ে "বার্তালাপ'। পিআইবি আগরতলার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাম রাইফেলসের ২১ নম্বর সেক্টরের ডিআইজি ব্রিগেডিয়ার নিশান্ত চাঁন্দেল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা অসিত কুমার দাস, রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার অচিন্ত্য কিলিকদার, ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা চামেলি সাহা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ অধিকর্তা দেবাশিস লোধ এবং আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আসাম রাইফেলসের ২১ নম্বর সেক্টরের ডিআইজি ব্রিগেডিয়ার নিশান্ত চাঁন্দেল নেশার বিস্তার এবং এর কড়াল গ্রাস থেকে যুবকদের রক্ষা করতে অভিবাবকদের সচেতন হবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশকে দুর্বল করতে অত্যন্ত পরিকল্পনা করেই চিন থেকে নেশার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে টার্গেট করা হচ্ছে যুবকদের। কারণ যুবকরাই হলেন দেশের মূল শক্তি।
তাই যখন কোনো দেশকে দুর্বল করতে বিদেশী শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠে, তখন প্রথমেই সেই দেশের যুবকদের আগে শেষ করে দেওয়া হয়। যুবকদের ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব হলে সেই দেশের গোটা সিস্টেম অকেজো হয়ে পড়বে। ব্রিগেডিয়ার চাঁন্দেল বলেন, এরজন্য স্কুল কলেজগুলিকে টার্গেট করা হচ্ছে। তাই ড্রাগসের কারণে যারা মারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে ৬৯-৭০ শতাংশই হল ১৮-৩০ বছরের যুবক।এ সমস্ত যুবকদের প্রথমে বিনামূল্যে ড্রাগ সরবরাহ করা হচ্ছে। পরে একটা সময়ে তাদেরকে আরও দামী ড্রাগস নিতে বাধ্য করা হচ্ছে যা সংগ্রহ করতে গিয়ে ঘর থেকে চুরি করতে হচ্ছে। এরজন্য রাষ্ট্র বা ব্যবস্থাকে দায়ী করার আগে প্রত্যেকটা পরিবারকে প্রথমেই দায়িত্ব নেওয়া আবশ্যক বলে মন্তব্য করেন তিনি। শ্রী চাঁন্দেল বলেন, শিশুদের জন্য সময় বের করুন অভিবাবকরা। আপনি সময় বের করতে না পারলে শিশুদের জন্য অন্যরা সময় বের করে নেবে, আর এর প্রভাব যা হবে তা আপনার সন্তানের জন্য ভাল নাও হতে পারে।
"বিকশিত ভারত-রোজগার ও আজীবিক নিশ্চয়তা মিশন গ্রামীণ' (ভিবি-জি-রাম-জি) শীর্ষক বিষয়ের উপর আলোচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা শ্রী অসিত কুমার দাস। শ্রী দাস বলেন, ২০০৫ সালের এমজিএনরেগায় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল, যেগুলি বর্তমান ভিবি-জি-রাম-জি'তে পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বের সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান প্রদানকারী এই আইনে আগে সর্বোচ্চ ১০০ দিনের কাজ প্রদানের সংস্থান ছিল, যা নতুন আইনে ১২৫ দিনের করা হয়েছে। এর আগে ১৫ দিনে একবার শ্রমিকদের মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার সংস্থান ছিল, যা নতুন আইনে ৭ দিনের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়া, প্রযুক্তিগত অনেক বিষয় এবং নতুন অনেক বিষয় এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ভিবি-জি-রাম-জি'তে শ্রমিকদের দুইবার বায়োমেট্রিক এর মাধ্যমে হাজিরা দিতে হবে, রিয়েল টাইম মনিটরিং করা হবে, যা আগে ছিল না। এরফলে স্বচ্ছতা আসবে, অনেক বেশি সম্পদ সৃষ্টি হবে। শ্রী দাস আরও জানান, ভিবি-জি-রাম-জি আইনে দেশের বাকি রাজ্যগুলোতে অর্থ বরাদ্দ হবে ৬০:৪০ হারে। অর্থাৎ ৬০ শতাংশ টাকা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার, বাকি ৪০ শতাংশ টাকা দেবে রাজ্য সরকার। কিন্তু ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ হবে যথাক্রমে ৯০:১০ শতাংশ হারে।
ড্রাগস এর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গৃহিত বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার শ্রী অচিন্ত্য কিলিকদার। ত্রিপুরা এক্ষেত্রে বিপজ্জনক জোনে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ড্রাগ আসক্তদের চিকিৎসার জন্য রাজ্য সরকার আট জেলায় আটটি হাসপাতাল তৈরি করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
"নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন' বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বাল্য বিবাহ রোধে পরিবারকে সচেতন হবার আহ্বান রাখেন শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা চামেলি সাহা। তিনি বলেন, এটা এখন বড় সমস্যা, যার তার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সহ অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রভাব ফেলছে। তিনি বলেন, শিশুর কাছে প্রথম বিদ্যালয় হল পরিবার। সোস্যাল মিডিয়ার যুগে পিতামাতারা যেভাবে শিশুর হাতে মোইল তুলে দিচ্ছেন তা অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।
"বন্দেমাতরম' এর ১৫০ বছর পূর্তির উপর আলোচনা করেন রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ অধিকর্তা দেবাশিস লোধ। তিনি বলেন, আমাদের দেশ, ঐক্য, সংস্কৃতি সবকিছুকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে রচিত জাতীয় গীতি "বন্দেমাতরম'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বাধীনোত্তর কালের সবচেয়ে চর্চিত এবং ভূমিকা গ্রহণকারী তিনটি বইয়ের মধ্যে একটি ছিল এই আনন্দমঠ।
কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরকার বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৪৭ সালের মধ্যে যে বিকশিত ভারত এর রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন তারই অংশ হিসেবে দেশের নারী, শিশু ও যুবকদের ক্ষমতায়ন, কৃষকদের উন্নতি সবকিছু হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে রাজ্যের মানুষদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে জেলা ও মহকুমাস্তরেও এই ধরণের আলোচনা আয়োজন করার জন্য আহ্বান রেখেছেন তিনি। উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা এদিনের এই র্বাতালাপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

লাউগাং ব্রু শরনার্থী পুনর্বাসন কেন্দ্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

শান্তিরবাজার, ২৯ জানুয়ারি: ব্রু- শরনার্থীদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে সম্প্রতি শান্তিরবাজার মহকুমার কালা লাউগাং ব্রু শরনার্থী পুনর্বাসন কেন্দ্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। ১৫ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণা রিয়াং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহঃ সাজ্জাদ পি, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক সঞ্জীব চাকমা, দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে, বিশিষ্ট সমাজসেবী সিম্পল রিয়াং, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশিষ ভৌমিক প্রমুখ।ব্রু শরনার্থীদের কর্মমুখী করা এবং বিভিন্ন কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভর করার জন্য রাজ্য সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের মৌমাছি পালন, ক্ষৌরকর্মী (সেলুন), মাশরুমচাষ, রাজমিস্ত্রির কাজ, যানবাহন মেরামত, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি কাজ ব্রু- শরনার্থীদের হাতে কলম শেখানো হবে। অনুষ্ঠানে বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং এবং অন্যান্য অতিথিগণ ব্রু শরনার্থীদের হাতে প্রশিক্ষণ সামগ্রী তুলে দেন। এই শিবিরে ১২৫ জন ব্রু- শরনার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

সড়ক সুরক্ষা মাস উপলক্ষে ধর্মনগরে পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

ধর্মনগর, ২৯ জানুয়ারি: সড়ক সুরক্ষা মাস উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর দীঘলবাক এলাকায় অবস্থিত উত্তর জেলা পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে আজ সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি এইচআইভি—এইডস স্ক্রিনিং টেস্ট ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ধর্মনগরের মোটর শ্রমিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। শ্রমিকদের পাশাপাশি পরিবহন দপ্তরের অফিস কর্মী ও চালকরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদানে এগিয়ে আসেন। রক্তদান শিবিরে মোট ২৫ জন রক্তদান করেন। এছাড়াও বহু চালক এইচআইভি—এইডস স্ক্রিনিং ও চক্ষু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে জেলা পরিবহন আধিকারিক এস্টার জংথে জানান, জানুয়ারি মাসকে সড়ক সুরক্ষা মাস হিসেবে পালন

ক্রীড়াঙ্গন

রঞ্জি : গুজরাটকে ৩০০ রানের মধ্যে থামানোর চেষ্টা মনি, অভি, সন্দীপদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সফরকারি গুজরাটের গড় রান। রঞ্জি ক্রিকেটে। এমবিবি গ্রাউন্ডে। বিসিসিআই আয়োজিত এবারকার রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে লীগ পর্যায়ের অন্তিম ম্যাচে ত্রিপুরা ও গুজরাট পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। প্রথম দিনের খেলা শেষে গুজরাট ৮৯ ওভার ৩ বল খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৬৭ রান সংগ্রহ করেছে। সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক মনি শংকর মুরাসিং প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সফরকারি গুজরাট ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে দিনভর খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৬৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অধিনায়ক এম হিংরাজিয়া ৯৮ রান করে নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় রয়েছেন। এছাড়া জয়মিত প্যাটেলের ৬৯ রান এবং প্রিয়েশের ৫২ রান উল্লেখ করার মতো। ত্রিপুরা দলের বোলার মনিশঙ্কর মুরাসিং ৩৭ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট পেয়েছেন। এছাড়া, অভিজিৎ সরকার ৪৫ রানে এবং সন্দীপ সরকার ৫৯ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ত্রিপুরা দলের লক্ষ্য রয়েছে গুজরাটকে ৩০০ রানের মধ্যে থামিয়ে দিতে। এবং ব্যাটার্সরা দায়িত্ব নিয়ে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার চেষ্টা চালায়।

পৃথ্বীরাজের জোড়া শতক, সোম্রাংশুর বোলিংয়ে সংহতিকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন তেলিয়ামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পৃথ্বীরাজের জোড়া শতক। সঙ্গে ওঙ্কারেরও সেঞ্চুরি। বোলিংয়ে দুই ইনিংসে দারুন সাফল্য সোম্রাংশুর। সব মিলে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে তেলিয়ামুড়া গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। ৩৪১ রানের বিশাল ব্যবধানে দারুন জয়। পক্ষান্তরে পরপর তিন ম্যাচে পরাজিত আগরতলার সংহতি ক্লাব। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে ই গ্রুপ থেকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে তেলিয়ামুড়া এবং গ্রুপ রানার্স হয়ে সোনামুড়া প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। রানীরবাজার স্কুল গ্রাউন্ডে মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া ম্যাচে তেলিয়ামুড়া দেড় দিনে প্রথম ইনিংসে ১১০ ওভার খেলে ছয় উইকেটে ৪৪১ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে জবাবে সংহতি ৪৬ ওভার খেলে ২১০ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। প্রথম ইনিংসে দারুন ভাবে ২৩১ রানে এগিয়ে নিয়ে তেলিয়ামুড়া পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে ৪৪ ওভারে পাঁচ উইকেটে ২৬৫ রানে ফের ইনিংস ঘোষণা করে। দ্বিতীয় ইনিংসে সংহতি ১৫৫ রান সংগ্রহ করে ২৫ ওভার ৩ বল খেলে। বিজয়ী দল তেলিয়ামুড়ার পক্ষে পৃথ্বীরাজ গোপ ২ ইনিংসে জোড়া শতরান পায়। ওঙ্কার মল্লিক পেয়েছে ১০৬ রান। বোলিংয়ে সোম্রাংশু পাল দুই ইনিংসে চারটি করে আটটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয় এনে দেওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। সতীর্থ অনুপ রায় পেয়েছিল ৫ টি উইকেট ৪৭ রানের বিনিময়ে।

১৫ জনের দল ঘোষণা করেও বিশ্বকাপে ১৪ জন নিয়ে নামতে পারে ভারত! নেপথ্যে গম্ভীরের বুদ্ধি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কি খেলতে পারবেন ওয়াশিংটন সুন্দর? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা। তাঁর চোট পুরোপুরি সারেনি। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার তিন দিন আগে, অর্থাৎ ৪ ফেব্রুয়ারি হবে সুন্দরের ফিটনেস পরীক্ষা। তার পরেই বোঝা যাবে যে, সুন্দরকে বিশ্বকাপে পাওয়া যাবে কি না।আপাতত বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রয়েছেন সুন্দর। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, যত দ্রুত সুন্দর সুস্থ হবেন বলে তাঁরা ভেবেছিলেন, তা হচ্ছে না। সুন্দরের পাঁজরের কাছে পেশি ছিঁড়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে সুস্থ হতে সময় লাগছে।আইসিসির নির্দেশ অনুযায়ী, চাইলে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বকাপের দলে বদল করা যাবে। কিন্তু যদি কোনও ক্রিকেটার চোট পান, তা হলে প্রতিযোগিতা শুরুর পরেও দলে বদল করা যাবে। সে ক্ষেত্রে আইসিসির অনুমতি লাগবে। চোটের ক্ষেত্রে আইসিসি দলে বদলে আপত্তি করে না। এই নিয়ম কাজে লাগাতে চাইছেন গৌতম গম্ভীরেরা। তাই সুন্দরকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না তাঁরা।জানা গিয়েছে, ৪ ফেব্রুয়ারি সুন্দরকে ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হবে। সেই পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন তিনি। ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে মুম্বইয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শিবির শুরু ভারতের। ৪ ফেব্রুয়ারি সেখানেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে ভারত।বুধবার সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ম্যাচ খেলেছেন তিলক বর্মা ও রিয়ান পরাগ। চোটের কারণে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত সদস্য তিলক। তবে জানা গিয়েছে, ৪ ফেব্রুয়ারি প্রস্তুতি ম্যাচের আগে শিবিরে যোগ দেবেন তিনি। তাঁর বিশ্বকাপে খেলতে কোনও সমস্যা হবে না। দলের সহ-অধিনায়ক অক্ষর পটেলও আঙুলে চোট পেয়েছেন। তবে তিনিও বিশ্বকাপে খেলবেন। অক্ষরকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। যাতে আঙুলে আর চোট না লাগে, সেই দিকে নজর দিচ্ছেন ম্যানেজমেন্ট।যদি সুন্দর খেলতে না পারেন, তা হলে পরিবর্ত হিসাবে নেওয়া হতে পারে পরাগকে। তাই তাঁকেও তৈরি রাখছে বোর্ড। তবে একটি অন্য জল্পনাও শুরু হয়েছে। সুন্দরকে পছন্দ করেন কোচ গম্ভীর। তাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে রাজি তিনি। ভারতীয় দলে স্পিনার-অলরাউন্ডারের অভাব নেই। ফলে সুন্দর প্রথমের দিকে খেলতে না পারলেও সমস্যা হবে না। যদি চিকিৎসকেরা জানান, বিশ্বকাপের নক আউট পর্যায় থেকে সুন্দরকে পাওয়া যেতে পারে, তা হলেও অপেক্ষা করবেন গম্ভীরেরা। অর্থাৎ, সুন্দরকে দলে রেখে দেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে ১৫ জনের বদলে ১৪ জনের দল নিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করবে ভারত। পরে দলে যোগ দেবেন অলরাউন্ডার।

৩ মে আইএসএলের কলকাতা ডার্বি, ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম দিনই নামছে মোহনবাগান, দ্বিতীয় দিন মহমেডান, ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি

প্রকাশিত হল ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) প্রাথমিক সূচি। পরিবর্তন না হলে আগামী ৩ মে যুবভারতীতে মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। প্রথম দিনই মাঠে নামবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ঘরের মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ কেরালা ব্লাস্টার্স। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম খেলা ১৬ ফেব্রুয়ারি যুবভারতীতে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের সঙ্গে। কলকাতার আর এক প্রধান মহমেডান মাঠে নামবে ১৫ ফেব্রুয়ারি জামশেদপুরের বিরুদ্ধে। মোট ৯১টি ম্যাচ হবে আইএসএলে।আইএসএলের ক্লাবগুলি একটি খসড়া সূচি তৈরি করেছে। এই সূচি চূড়ান্ত না হলেও বড় রদবদলের সম্ভাবনা কম। মহমেডান সম্ভবত ঘরের ম্যাচগুলি খেলবে জামশেদপুরে। ক্লাবগুলি নিজেরাই আলোচনা করে এ বারের ক্রীড়াসূচি তৈরি করছে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল কলকাতা ডার্বি দিয়ে আইএসএল শুরু হবে। কিন্তু প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচেই পরস্পরের মুখোমুখি হতে চায়নি দুই ক্লাবই। কয়েকটি ম্যাচের পর ডার্বি রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের তরফে। প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী ১৪ ফেব্রুয়ারি গোয়ায় মুখোমুখি হবে এফসি গোয়া এবং ইন্টার কাশীও। ১৫ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরুতে এসসি দিল্লি-বেঙ্গালুরু লড়াই। ১৬ ফেব্রুয়ারি ভুবনেশ্বরে মুখোমুখি হবে ওড়িশা এফসি এবং পঞ্জাব। ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় ম্যাচ ২১ ফেব্রুয়ারি দিল্লির সঙ্গে। ২৭ ফেব্রুয়ারি লাল-হলুদ খেলবে জামশেদপুরের সঙ্গে। এই দু'টি ম্যাচই হবে কলকাতায়। ৫ মার্চ গোয়ার সঙ্গেও কলকাতায় খেলবে ইস্টবেঙ্গল। ১৪ মার্চ লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ কেরালা ব্লাস্টার্স। ২১ মার্চ জামশেদপুরে মহমেডানের মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। ১১ এপ্রিল চেন্নাইয়ে চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। ১৬ এপ্রিল কলকাতায় সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরুর সঙ্গে খেলা। ২৪ এপ্রিল প্রতিপক্ষ পঞ্জাব এফসি। ২৮ এপ্রিল খেলা ওড়িশার সঙ্গে। ৮ মে ইস্টবেঙ্গল বনাম মুম্বই সিটি। ইন্টার কাশীর সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচের দিন ঠিক হয়নি।মোহনবাগানের দ্বিতীয় ম্যাচ ২৩ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়িনের সঙ্গে। ২৮ ফেব্রুয়ারি জামশেদপুরে প্রতিপক্ষ মহমেডান। ৬ মার্চ ভুবনেশ্বরে প্রতিপক্ষ ওড়িশা। ১৪ মার্চ বেঙ্গালুরুতে প্রতিপক্ষ সুনীলেরা।

২০ মার্চ কলকাতায় মুম্বইয়ের সঙ্গে খেলবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ৪ এপ্রিল প্রতিপক্ষ জামশেদপুর। ১২ এপ্রিল খেলা পঞ্জাবের সঙ্গে। ১৯ এপ্রিল গুয়াহাটিতে প্রতিপক্ষ নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। ২৬ এপ্রিল কলকাতায় ইন্টার কাশীর সঙ্গে ম্যাচ। ৯ মে গোয়ায় গিয়ে গোয়া এফসির মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। ঠিক হয়নি এসসি দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচের দিন।মহমেডানের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ ২০ ফেব্রুয়ারি গোয়া। ৭ মার্চ খেলা বেঙ্গালুরুর সঙ্গে। ১৩ মার্চ প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন।

৩ এপ্রিল পঞ্জাবের মুখোমুখি হবে দিল্লিতে। ১২ এপ্রিল ভুবনেশ্বরে প্রতিপক্ষ ইন্টার কাশী। ১৭ এপ্রিল ওড়িশার সঙ্গে ম্যাচ। ২৬ এপ্রিল দিল্লির সঙ্গে খেলা। ৩ মে মহমেডান খেলবে মুম্বই এফসির সঙ্গে। ১০ মে প্রতিপক্ষ কেরালা। নর্থ ইস্টের সঙ্গে ম্যাচের দিন ঠিক হয়নি।

১৮ বছর ট্রফি নেই, মুম্বই-চেন্নাই-কলকাতাকে টপকে আইপিএলের সেই দলই সবচেয়ে ধনী! বাজারদর বেড়ে দাঁড়াল ৯২১৫ কোটি টাকা

মুকেশ অম্বানীর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বা শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স নয়, আইপিএলের সবচেয়ে ধনী দল হতে চলেছে রাজস্থান রয়্যালস। তারাই প্রথম দল যারা 'বিলিয়ন-ডলার' দলের তকমা পেতে চলেছে। অর্থাৎ, এই দলের বাজারদর হবে ৯২১৫ কোটি টাকা।২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম মরসুমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রাজস্থান। শেন ওয়ার্নের নেতৃত্বে দলের সেই সাফল্যের পর থেকে গত ১৮ বছর ট্রফি নেই। মাঝে এক বার ফাইনাল খেললেও ট্রফি জেতা হয়নি। তার পরেও তাদের বাজারদরে প্রভাব পড়েনি। এই দল কিনতে বেশ কয়েকটি সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে। ফলে দলের বাজারদর এতটা বেড়ে গিয়েছে।রাজস্থানের অন্যতম মালিক এমার্জিং মিডিয়া ভেঞ্চার্স। সঙ্গে রেডবার্ড ক্যাপিটাল পার্টনার ও টাইগার গ্লোবাল সংস্থাও রয়েছে। গত কয়েক মাসে টাইমস ইন্টারনেট, ব্ল্যাকস্টোন কর্পোরেশন ও কার্লাইল গ্রুপ রাজস্থানের মালিকানা কিনতে হয়েছে। আগ্রহ দেখিয়েছেন আমেরিকার বিনিয়োগকারী কাল সোমানিও। তাঁদের মধ্যে যে সংস্থাই রাজস্থানের নতুন মালিক হোক না কেন, সেই দলের বাজারদর ৯২১৫ কোটি টাকা হতে চলেছে।রাজস্থানের মালিকানা বিক্রির বিষয়টি দেখেছে রেইনে গ্রুপ। ইংল্যান্ডের দুই ফুটবল ক্লাব চেলসি ও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অংশ বিক্রির বিষয়টিও তারাই দেখেছিল। আইপিএলের আগামী মরসুমের আগে অবশ্য হাতবদল হবে কি না, তা নিশ্চিত নয়। কারণ, নতুন মরসুমের দল গড়েছে এমার্জিং মিডিয়া ভেঞ্চার্স। ফলে এই মরসুমে হয়ে যাওয়ার পর হাতবদল হতে পারে দলের। রাজস্থানের পরেই হাতবদলের তালিকায় রয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। গত বারের চ্যাম্পিয়ন দলের মালিকানা বদল হতে পারে। বর্তমান মালিক ডিয়াজিও ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি প্রস্তাব পেয়েছে। তবে বেঙ্গালুরুর মালিকানা বদল হলে তার বাজারদর রাজস্থানের থেকেও বেড়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে সবচেয়ে ধনী দলের তকমা পেতে পারে বেঙ্গালুরু।

আরিয়ান, অর্পণের দুর্দান্ত শতক গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন জয় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর। টানা তিন ম্যাচে জয়। তৃতীয় ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি-র বিরুদ্ধে ৫৪০ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়। তিন ম্যাচে জয় অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। দুর্বল প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড বিএসটি পরপর তিন ম্যাচেই হেরেছে। প্রথম দিন থেকেই ইউনাইটেড বিএসটি-র বিরুদ্ধে জয়ের হাতছানি ছিল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর। জি-বিভাগ থেকে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে মঙ্গলবারে ম্যাচ শুরুতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে দেড় দিন ধরে খেলে ৫৮১ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলে জবাবে ইউনাইটেড বিএসটি ইনিংস শেষ হয় ১৩৭ রানে। প্রথম ইনিংসে দারুন লিড নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেটে ২০৮ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়।৬৫৩ রানের বিশাল টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে নেয় ১১২ রানে ৪৫ ওভার ৫ বল খেলে। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর পক্ষে আরিয়ান কুমার সিং এর ১৭০ রান, অর্পণ ভট্টাচার্য্যের ১২৮ রান এবং সুমন যাদবের ৮৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে অর্চিত ভৌমিক ৩২ রানে চারটি এবং চন্দ্রস্নাত গোস্বামী ২৭ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। ইউনাইটেড বিএসটির দেবজিৎ পাল ৪টি উইকেট পেয়েছিল ২১ রানের বিনিময়ে। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে অর্পণ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

আয়ুষ, নীতীশ, মাহিনের পারফরম্যান্সে ইনিংসে জিতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন জেসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আয়ুষ, নীতিশের ব্যাটিং। মাহিন, জয়দ্বীপের বোলিং। সম্মিলিত পারফরম্যান্সে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। লীগ পর্যায়ে টানা তিন ম্যাচে দুর্দান্ত জয়ের হ্যাটট্রিক এর সুবাদে জেসিসি গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে প্রি-কোয়াটার ফাইনালে খেলবে। লীগের শেষ ম্যাচে বিজিত শক্তিশালী কৈলাশহর দলও যথারীতি মূল পর্বে খেলবে গ্রুপ রানার্স হিসেবে। টি আই টি গ্রাউন্ডে মঙ্গলবার থেকে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জেসিসি তাদের প্রথম ইনিংসে ৯৬ ওভারে ৩৩১ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে কৈলাশহর ১৪৯ রানে তাদের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ফলোঅনে ব্যাট করতে নেমে পুনরায় ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ১৪৯ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। যার ফলে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ইনিংস সহ ৪৩ রানের বড় ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতিও পেয়েছে। বিজয়ী জেসিসি-র পক্ষে আয়ুষ মন্ডলের ৮৩ রান, নিতিশ কুমার সাহানির ৬৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। কৈলাসহরের আমন যাদব ৪৪ রান সংগ্রহ করেছিল। বোলিংয়ে জেসিসি-র মাহিন চৌধুরী ৩৪ রানে পাঁচটি, জয়দীপ সরকার ৪৬ রানে চারটি এবং শঙ্খনীল সেনগুপ্ত পাঁচ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সৌজন্যে নিতিশ কুমার সাহানি পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সাব্রুমকে চাপে রেখে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় পোলস্টার ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লীগ পর্যায়ের শেষ ম্যাচ। চালকের আসনে পোলস্টার ক্লাব। প্রতিপক্ষ সাব্রুম অনেকটাই ব্যাকফুটে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে সাব্রুম ২৮৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে আরও সাতটি। খেলার বাকি পুরো একদিন। পক্ষান্তরে জয় থেকে পোলস্টার আর ৭ উইকেট দূরে। বুধবার শুরু হওয়া ম্যাচে প্রথম ইনিংসে পোলস্টারের সংগৃহীত ১৯৫ রানের জবাবে সাব্রুম ৭৮ রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে নেয়। ১১৭ রানে লিড নিয়ে পোলস্টার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে ৬৬ ওভার ৪ বলে ২১৮ রান সংগ্রহ করলে, সাব্রুমের সামনে জয়ের লক্ষ্যে তিন শতাধিক রান দাঁড়ায়। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে সাব্রুম ২৫ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও অন্তিম ওভারের তৃতীয় বলে উইকেট হারায়। তিন উইকেট হারিয়ে সাব্রুম ৫৩ রান সংগ্রহ করেন।

সম্মান পাইনি! ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর পর হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন যুবরাজ, ফাঁস করলেন সাত বছর পর

অবসর নেওয়ার সাত বছর পরে মুখ খুললেন যুবরাজ সিংহ। ক্রিকেট ছাড়ার কারণ জানালেন। বললেন, সমর্থন এবং সম্মান পাচ্ছিলেন না বলেই সরে গিয়েছিলেন। কার সমর্থন পাননি বা কে তাঁকে অসম্মান করেছিলেন, সে বিষয়ে অবশ্য কিছু জানাননি তিনি।২০১৯ সালের জুনে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন যুবরাজ। সে বছর ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের ভারতীয় দলে সুযোগ না পাওয়ার পর এই অলরাউন্ডার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং আইপিএল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। যুবরাজ জানিয়েছেন, তিনি আর ক্রিকেট খেলে আনন্দ পাচ্ছিলেন না।৪৪ বছর বয়সি যুবরাজ জানান, তাঁর চারপাশের মানুষের থেকে সম্মান ও সমর্থন না পাওয়ায় তিনি অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রাক্তন টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার পডকাস্টে যুবরাজ বলেন, "আমি ক্রিকেট উপভোগ করছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল, যখন আমি মজাই পাচ্ছি না তখন কেন খেলছি? আমি কোনও সমর্থন পাচ্ছিলাম না। নিজেকে সম্মানিত মনে করছিলাম না। আমার মনে হয়েছিল, যখন এগুলোই নেই, তখন কেন খেলা চালিয়ে যাওয়া?"যুবরাজ আরও বলেন, "এমন কিছু কেন আঁকড়ে ধরে থাকব, যা আমি উপভোগই করছি না? আমার আর খেলার প্রয়োজন কী?

কী প্রমাণ করার জন্য খেলছি? মানসিক বা শারীরিক ভাবে বাড়তি কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না তখন।

এটা আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল। যে দিন খেলা ছাড়লাম, সে দিন থেকে আবার নিজেকে ফিরে পেলাম।"কার থেকে সম্মান পাননি, তা নিয়ে কিছু না বললেও যুবরাজ অন্য একটি প্রশ্নে নভজ্যোৎ সিংহ সিধুর কথা বলেন। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার সিধু প্রশ্ন তুলেছিলেন যুবির প্রতিভা নিয়ে।

যুবরাজ বলেন, "যখন পিছনের দিকে তাকাই, তখন আমার মনে হয়, সেই সময় ওঁর কাছে হয়তো আমাকে ঠিকঠাক ভাবে দেখার জন্য যথেষ্ট সময় ছিল না। উনি শুধু আমার বাবার সঙ্গে ভদ্রতা করেছিলেন। তখন উনি ভারতের হয়ে খেলছিলেন। আর আমার বয়স তখন ১৩-১৪ বছর। আমি তখন শুধু খেলাটা বোঝার চেষ্টা করছি। ওঁর বক্তব্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে নিইনি, কিন্তু আমার বাবা নিয়েছিলেন। বাবা বলেছিলেন, 'চল আমি তোকে শেখাচ্ছি ক্রিকেট কী করে খেলতে হয়।'"

গোলরক্ষকের গোলে শেষ ষোলোয় মোরিনহোর বেনফিকা! হারতে হল রিয়ালকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ মুহূর্তে নাটক

নাটকীয় ভাবে শেষ হল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বেনফিকা বনাম রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচ। গোল করে বেনফিকাকে নকআউট পর্বে তুলে দিলেন গোলরক্ষক!বেনফিকার ঘরের মাঠে খেলা ছিল। তারা ৩—২ গোলে এগিয়ে ছিল। কিন্তু নকআউটে যাওয়ার জন্য হোসে মোরিনিহোর দলের এই ব্যবধান যথেষ্ট ছিল না। তাদের দরকার ছিল আরও একটি গোল। অন্য দিকে রিয়ালেরও দরকার ছিল একটি গোল। কারণ, সেক্ষেত্রে ম্যাচ ড্র হয়ে যেত। আর সেটা হলেই ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে টপকে প্রথম আটে জায়গা করে নিত রিয়াল। এবং সরাসরি শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিত।নাটক তখনই শুরু। সংযুক্তি সময়ে রিয়ালের দু'জন লাল কার্ড দেখেন। ৯৮ মিনিটে সেই কাঙ্খিত গোলটি করে বেনফিকা পরের রাউন্ডে চলে যায়। ফ্রি কিক থেকে হেডে গোলটি করেন বেনফিকার গোলরক্ষক আনাতোলি ট্রুবিন। ৪—২ গোলে জিতে গোল পার্থক্যে মার্সেইকে টপকে নকআউটে চলে যায় বেনফিকা। আর হেরে রিয়াল শেষ করল নবম স্থানে। তারা প্লে—অফে খেলবে।এই হারের পর ফুঁসছেন রিয়াল তারকা কিলিয়ান এমবাপে। তিনি বলেই দিয়েছেন, তাঁদের যা পারফরম্যান্স, তাতে হারই পাওনা ছিল। বিশেষ করে বেনফিকা গোলরক্ষক ট্রুবিনের গোল করাকে তিনি 'লজ্জাজনক' বলেছেন। এমবাপে বলেন, "আমরা খারাপ খেলেছি। গোলরক্ষকের গোল করাটা লজ্জাজনক। আমার কাছে এই হারের কোনও ব্যাখ্যা নেই। আমাদের খেলার মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। এটা দ্রুত ঠিক করতে হবে। একটা চ্যাম্পিয়ন দল এক দিন ভাল এবং পরের দিনই খারাপ খেলতে পারে না।"দলের মানসিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে এমবাপে বলেন, "বেনফিকা তাদের জীবন বাজি রেখে খেলছিল। কিন্তু আমাদের খেলা দেখে মনে হয়নি যে আমরা জানপ্রাণ দিয়ে লড়ছি। এটাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা।"প্লে-অফে রিয়ালের সঙ্গে খেলবে গত বারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজিও। আট ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট রিয়ালের। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে একাদশ স্থানে পিএসজি। জিতলে সরাসরি শেষ ষোলোয় জায়গা পেত তারা। কিন্তু ঘরের মাঠে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল নিউক্যাসল ইউনাইটেডের সঙ্গে তারা ড্র করে।শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে আর্সেনাল, লিভারপুলও।

বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের খোঁচার জবাব ভারতের!

কয়েক দিন আগে ভারতকে খোঁচা মেরেছিল পাকিস্তান। এ বার পাল্টা দিল ভারত। সূচি অনুযায়ী, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে ভারতের। তার আগে একটি ভিডিয়োয় পাকিস্তানকে খোঁচা মারল ভারত। গত কয়েক বছরে আইসিসি প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের দাপটের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে সেই ভিডিয়ো।ভিডিয়োয় দেখানো হয়েছে, একটি হোটেলে ভারতের কয়েক জন সমর্থক লিফে উঠছেন। ঠিক তখনই পাকিস্তানের এক সমর্থক তাঁদের বলেন, "১৫ তারিখের জন্য তৈরি তো?" জবাবে ভারতীয় সমর্থকেরা জানান, "আমরা সবসময় রাজি। আরও এক বার হারাব।" তা শুনে পাক সমর্থক বলেন, "অত সহজ হবে না। এটা ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় লড়াই।" তা শুনে ভারতের সমর্থকেরা বলেন, "হ্যাঁ, তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় লড়াইয়ের ফল ৭-১ থেকে ৮-১ হতে চলেছে।" তা শুনে হতাশ হয়ে পড়েন পাক সমর্থক।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত আট বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তনা। সাত বার জিতেছে ভারত। ২০২১ সালে এক বারই জিতেছিল পাকিস্তান। এ বার ভারত অষ্টম বার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিতবে, সেই খোঁচাই দেওয়া হয়েছে ভিডিয়োতে।গত বছর ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা ও তার পর অপারেশন সিঁদুরের ফলে দু'দেশের সম্পর্ক তলানিতে। এই পরিস্থিতিতে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ জেতার পর পাক বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফিও নেননি সূর্যকুমার যাদবেরা। সেই ট্রফি ভারত এখনও পায়নি। এই করমর্দন বিতর্ক উস্কে দেয় পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রোমোতে ভারতকে খোঁচা দেয় তারা।এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে সূর্য বলেছিলেন, ভারত-পাকিস্তান লড়াই আর লড়াইয়ের মতো নেই। একপেশে হয়ে গিয়েছে। যদি মুখোমুখি ফল ৬-৬ বা ৬-৫ থাকে, তাকে লড়াই বলে। কিন্তু ৭-১ লড়াই নয়। সেই কথাকেই প্রোমোর মাধ্যমে দেখিয়ে পাকিস্তানকে খোঁচা মারল ভারত।যদিও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের খেলা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তানও বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। যদিও সেটা করলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে পাকিস্তানকে। সেই ধোঁয়াশার মাঝেই পাকিস্তানকে খোঁচা মারল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

নিজেদের 'বলি' দিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য নয়, পিসিবিকে সতর্ক করছেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটাররাই

'ভাইজান' বাংলাদেশের সঙ্গে সৎ মায়ের মতো আচরণ করেছে আইসিসি। এই অভিযোগ তুলে বিশ্বকাপ বয়কট করার কথা ভাবছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ইতিমধ্যেই একপ্রস্ত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ফেলেছেন পাক বোর্ডের কর্তা মহসিন নকভি। কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিলে সেটা পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হতে পারে। সেটা বুঝতে পেরে একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার, প্রাক্তন বোর্ড কর্তারাই পিসিবিকে সতর্ক করছেন। সোমবার পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নকভি। যদিও তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি। জানা গিয়েছে আগামী শুক্রবার বা সোমবারের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারে পাক বোর্ড।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 1 29-01-2026, 23:05

ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভের পর রাজ্যে প্রায় ৩,৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মৌ স্বক্ষরিত হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি: ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এখানকার বাঁশ-বেত, আনারস, আগর, রাবার সহ বিভিন্ন কৃষিজাত সামগ্রী ব্যবহার করে আগামী দিনে রাজ্যের শিল্প পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা সম্ভব। রাজ্যে আগরকে কেন্দ্র করে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের বাঁশকে ব্যবহার করে ইথানল কারখানা স্থাপনের জন্য দেশের একটি বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। আজ হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ৩৬তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। এই মেলা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। মেলার উদ্বোধনী মঞ্চে রাজ্যে বিনিয়োগকারী কয়েকটি সংস্থাকে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ স্মারক উপহার দিয়ে সংবর্ধনা জানান। উল্লেখ্য, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যেকোন রাজ্যের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল শিল্প এবং বাণিজ্য। উভয়ই একটি মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। বর্তমান সরকারের সময়ে ত্রিপুরাতে বিনিয়োগ বাড়ছে। বিগত সরকারগুলির সময়ে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান আন্দোলনের নামে ধ্বংস করা হয়েছে। এরকমটা না হলে আগেই রাজ্য আত্মনির্ভর হয়ে যেত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময় হচ্ছে এআই এবং ফাইভজি এর যুগ। এই সময় যেকোন ক্ষেত্রের উন্নয়নে ডেটার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথম এই রাজ্যে এয়ারটেল ডেটা সেন্টার গড়ে তুলবে। যার কাজের সূচনা আজ হয়েছে। রাজ্যের শিল্প স্থাপনে বিভিন্ন পুরনো পলিসিকে সরলীকরণ করা হয়েছে। শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে ইনসেনটিভ দেওয়া হচ্ছে। শ্রম শক্তির বিকাশে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য বিভিন্ন সময় কনক্লেভের আয়োজন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত বছর ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভের পর রাজ্যে প্রায় ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন কাজের দরুণ জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে এখন পর্যন্ত রাজ্যকে ৩০০ এর অধিক বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সমাজের অর্থনৈতিক এবং বুনিয়াদি উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা যত বেশি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবেন ততই রাজ্য ও দেশ এগিয়ে যাবে। এই লক্ষ্যে রাজ্যে স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের এখন পর্যন্ত ৭০০ কোটি টাকার রিলভিং ফান্ড এবং ১ হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক লোন দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তৈরী হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার লাখপতি দিদি। তিনি বলেন, রাজ্যে বাঁশ-বেতের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত সামগ্রীগুলি ক্রেতাদের কাছে আরও বেশি আকর্ষনীয় করে তুলতে স্থানীয় কারিগরদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের মতো দেশগুলি থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া যায় কিনা সেদিকে ভাবনা চিন্তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য পতঞ্জলি, তাজ গ্রুপ এর মতো সংস্থাগুলির সাথে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত বছর অনুষ্ঠিত প্রবাসী ত্রিপুরা সামিটে প্রায় ৮০ জনের বেশি প্রবাসী অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই আইটি সেক্টরের সাথে জড়িত রয়েছেন। তাদের মধ্যে থেকেও আগামী দিনে রাজ্যে বিনিয়োগ করবেন বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রসারেও উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, এবারের মেলা রাজ্য, বর্হিরাজ্য, বিদেশের মোট ৫৮০টি স্টল খোলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু স্বসহায়ক দল এবং এনজিওদের বিনামূল্যে স্টল দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, গত তিন চার বছরে বিনিয়োগের পরিমাণ অনেকটাই বেড়েছে। এর কারণ বিনিয়োগবান্ধব নতুন নতুন নীতি গ্রহণ। মেলায় দপ্তরের বিভিন্ন পলিসি এবং স্কিম সম্পর্কে একটি থিম প্যাভেলিয়ন স্থাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক মিনারাণী সরকার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল এবং ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক।

সমকাজে সমবেতনের দাবিতে সরব মাদ্রাসা শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। রাজ্যে এসপিইএমএম / এসপিকিউইএম মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষকরা দীর্ঘদিনের বেতন বৈষম্য ও সুযোগ-সুবিধার অভাবের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে চালু হওয়া মাদ্রাসা আধুনিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় তাঁরা আধুনিক শিক্ষাদানে যুক্ত থাকলেও এখনও সর্বশিক্ষা অভিযানের শিক্ষকদের সমান সুযোগ-সুবিধা পাননি।

শিক্ষকদের দাবি, ২০১৬ সালে রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেতন কাঠামো কার্যকর হলেও পরবর্তীতে ঘোষিত ২.২৫ ও ২.৫৭ হারে বেতন বৃদ্ধি এখনও কার্যকর হয়নি। অথচ অন্যান্য সরকারি কর্মচারীরা সেই সুবিধা পেলেও মাদ্রাসা শিক্ষকরা বঞ্চিত।

করোনা পরিস্থিতিতে রক্তদান শিবির ও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদানসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার কথাও তুলে ধরেন শিক্ষকরা। পাশাপাশি শিক্ষক সংকটের সময়ে স্কুলে ডেপুটেশনে কাজ করার কথাও উল্লেখ করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে সমকাজে সমবেতন, গ্রান্ট ইন এইড -এর আওতায় আনা, শূন্যপদ পূরণ এবং হায়ার স্কেল চালুর দাবি জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বঘোষিত আশ্বাস দ্রুত বাস্তবায়নের আবেদন জানিয়েছেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা।

দেশদ্রোহী কার্যকলাপে অভিযুক্ত আনোয়ার হোসেনের খোঁজে ফের বিশালগড়ে এনআইএ-র হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। দেশদ্রোহী কার্যকলাপে জড়িত থাকার গুরুতর অভিযোগে বিশালগড়ের কড়ইমুড়া এলাকার বাসিন্দা মানিক মিয়ার ছেলে আনোয়ার হোসেনকে খুঁজতে ফের রাজ্যে সক্রিয় হলো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। বুধবার গভীর রাতে বিশালগড় থানার পুলিশের সহযোগিতায় এনআইএ-র একটি বিশেষ দল বিশালগড়ের কড়ইমুড়া এলাকায় অভিযান চালায়।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, গৌহাটি এনআইএ আদালত থেকে অভিযুক্ত আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরই এই অভিযান চালানো হয়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতারের লক্ষ্যে রাজ্য পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এনআইএ তার নিজস্ব তদন্তের অংশ হিসেবে এই তল্লাশি অভিযান শুরু করে।

অভিযানের সময় এনআইএ ও রাজ্য পুলিশের যৌথ দল কড়ইমুড়া এলাকার মানিক মিয়ার বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তবে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরও অভিযুক্ত আনোয়ার হোসেনের কোনো হদিস মেলেনি। ফলে অভিযানে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না মিললেও তদন্ত প্রক্রিয়া যে আরও জোরদার হবে, সে ইঙ্গিত মিলেছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এই তৎপরতায় নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনও। নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। অভিযুক্ত আনোয়ার হোসেন কোথায় আত্মগোপন করে রয়েছে, তা জানতে তার পরিচিত মহল ও সম্ভাব্য আশ্রয়স্থলগুলিতেও নজরদারি চালানো হচ্ছে।

এদিকে আনোয়ার হোসেনের বাবা মানিক মিয়া জানান, দীর্ঘদিন ধরে তার ছেলের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। সে কোথায় থাকে সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না।

বিনা নোটিশে দরিদ্র মহিলার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ, চরম দুর্ভোগে পরিবার

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি: "সব আইন যেন গরিবের জন্যই" এমন অভিযোগ তুলে বিনা নোটিশে এক হতদরিদ্র মহিলার বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা ১ নম্বর ওয়ার্ডের মুসলিম পাড়ায়।

অভিযোগ অনুযায়ী, এলাকার বাসিন্দা রাবিয়া খাতুন একজন দিনমজুর। বর্তমানে তিনি একাই পরিবার সামলান। অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোনোরকমে দুবেলা দু'মুঠো ভাত জোগাড় করে জীবনযাপন করছেন তিনি। বহু বছর আগে সরকারিভাবে তাঁর বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় এবং প্রতি মাসে তিনি সেকেরকোট দারোগাবাড়ি স্থিত বিদ্যুৎ নিগম অফিসে গিয়ে নিয়মিত বিল মেটাতেন।

তবে সাম্প্রতিক কয়েক মাস ধরে চরম আর্থিক সংকটে পড়ায় বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে সমস্যায় পড়েন রাবিয়া খাতুন। এই পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের পূর্ব নোটিশ না দিয়েই, তাঁর অনুপস্থিতিতে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা এসে বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে, সেকেরকোট বিদ্যুৎ নিগম অফিসের সিনিয়র ম্যানেজার যাদব সাহার নির্দেশেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

দিনের কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে গিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার বিষয়টি জানতে পারেন রাবিয়া খাতুন। পরে তিনি বিদ্যুৎ নিগম অফিসে গিয়ে বকেয়া বিলের বেশিরভাগ অংশ জমা দেন এবং পুনরায় সংযোগের জন্য আলাদাভাবে ৩০০ টাকা প্রদান করেন।রাবিয়া খাতুন জানান, বিদ্যুৎ না থাকায় তাঁর বাড়িতে পানীয় জলের মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই কারণে তিনি একাধিকবার সিনিয়র ম্যানেজারের কাছে অনুরোধ জানান দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ পুনর্বহাল করার জন্য। অফিস কর্তৃপক্ষ তাঁকে আশ্বাস দিলেও, অভিযোগ অনুযায়ী দুই দিন পার হয়ে গেলেও এখনও তাঁর বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরায় দেওয়া হয়নি।

চরম দুর্ভোগে পড়ে অসহায় রাবিয়া খাতুন বিদ্যুৎ নিগমের কাছে অবিলম্বে তাঁর বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় মহলে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।

আগরতলা টাউন হলের নাম পরিবর্তন সরকারের ব্যর্থতার পরিচয়: বিরোধী দলনেতা

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি: আগরতলা টাউন হলের নাম পরিবর্তনের উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করলেন ত্রিপুরা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। আজ আগরতলা টাউন হলের নামকরণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তিনি।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার আগরতলা শহরের ঐতিহ্যবাহী টাউন হলের নাম পরিবর্তন করে ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে নামকরণ করার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা সরকারের ব্যর্থতা ও ইতিহাসবিমুখ মানসিকতারই পরিচয়। তাঁর মতে, ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে যদি নতুন কোনো হল নির্মাণ করে নামকরণ করা হতো, তাহলে সেটি আরও গ্রহণযোগ্য ও সম্মানজনক হতো।

তিনি স্পষ্টভাবে জানান, বহুদিনের ঐতিহ্য বহনকারী আগরতলা টাউন হলের নাম পরিবর্তন কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত শহরের ঐতিহাসিক পরিচয় ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবে বলেও মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা। এদিন একই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়েও বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির আমন্ত্রিত সদস্যা বৃন্দা কারাত। তিনি বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন।

আগরতলা টাউন হলের নাম পরিবর্তন নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আগামী দিনে রাজনৈতিক মহলে আরও আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনৈতিক বদলির অভিযোগে টিএনজিসিএল-অন্তর্ভুক্ত আইসিএল কোম্পানির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গ্যাস শ্রমিক সংঘের

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি: অনৈতিকভাবে কর্মীদের বদলি বন্ধের দাবিতে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। টিএনজিসিএল-এর অন্তর্ভুক্ত আইসিএল কোম্পানির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে আন্দোলনে শামিল হন বিভিন্ন বুস্টার স্টেশনে কর্মরত শ্রমিকরা।সংগঠনের অভিযোগ, আইসিএল কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বুস্টার স্টেশনে কর্মরত শ্রমিকদের অনৈতিক ও অন্যায়ভাবে বদলি করে দিচ্ছে। বিশেষ করে রাজ্যের বাইরে কর্মরত স্থানে বদলি করার মাধ্যমে শ্রমিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এছাড়াও শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, এই বদলি প্রক্রিয়া প্রতিহত করার নামে লক্ষাধিক টাকা বেআইনি পথে আদায়ের চেষ্টা চলছে। গোটা বিষয়টি শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী এবং দুর্নীতিপূর্ণ বলে দাবি করেন আন্দোলনকারীরা।

এই কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন গ্যাস মজদুর সংঘ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। সংগঠনের নেতারা জানান, অবিলম্বে এ ধরনের অনৈতিক বদলি বন্ধ না করা হলে আগামী দিনে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন। বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল।

খোয়াইয়ে ট্রিপার—টমটমের সংঘর্ষ, কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীসহ দু'জন গুরুতর আহত

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি: খোয়াইয়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীসহ দু'জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার সকালে খোয়াই সুভাষ পার্ক পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত টিকে—ডিকে রোড এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, একটি ট্রিপারের সঙ্গে একটি টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে টমটমটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং তাতে গুরুতর আহত হন টমটম চালক ও এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী।

আহত চালকের নাম মনোরঞ্জন দেবনাথ (৫৩) এবং আহত কলেজ ছাত্রী অনিষা দেববর্মা (২০)। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষজন তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তাঁদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এ বিষয়ে একটি মামলা গ্রহণ করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ট্রিপার চালকের অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য এলাকায় আতঙ্ক ছড়ালেও পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে।

বেতন বকেয়া ও পুনরায় সরকারি নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষা দপ্তরে স্মারকলিপি কম্পিউটার শিক্ষকদের

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি: বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং সরকারি উদ্যোগে পুনরায় নিয়োগের দাবিতে অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরে কম্পিউটার শিক্ষকরা বেতন না পাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটে দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে তারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

একই সঙ্গে তারা দাবি জানান, তৃতীয় কোনো পক্ষ বা এজেন্সির মাধ্যমে নয়, সরাসরি সরকারি উদ্যোগে পুনরায় তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। কম্পিউটার শিক্ষকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়গুলিতে তারা দায়িত্বশীলভাবে কম্পিউটার শিক্ষা প্রদান করে আসছেন। ভবিষ্যতেও তারা শিক্ষক হিসেবেই বিদ্যালয়গুলিতে দায়িত্ব পালন করতে চান। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নিয়োগ হলে চাকরির স্থায়িত্ব, বেতন ও পরিষেবা সংক্রান্ত নানা জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এই কারণে অবিলম্বে বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং সরকারিভাবে পুনরায় নিয়োগের বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে স্মারকলিপিতে। সংগঠনের সদস্যরা জানান, তাদের দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটতে পারেন তারা।

পানীয় জলের দাবিতে ফের সড়ক অবরোধ

কৈলাসহর, ২৯ জানুয়ারি: কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনস ভগবাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা বর্তমানে পানীয় জলের তীব্র সংকটে ভুগছেন। দীর্ঘ এক মাস ধরে এই এলাকার মানুষজন পর্যাপ্ত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী কোনো সমাধান হয়নি। এলাকায় ড্রেন খননের কাজ চলাকালীন সময়ে এলাকায় জল সরবরাহের পাইপ কেটে ফেলা হয়,

ধর্মনগরে হরিনাম সংকীর্তন থেকে যুবক অপহরণ: জঙ্গল থেকে বাড়িতে আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি, গ্রেপ্তার দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জানুয়ারি: উত্তর জেলার ধর্মনগরের চন্দ্রপুর এলাকায় হরিনাম সংকীর্তন থেকে এক যুবক অপহরণের ঘটনায় সামনে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, অপহরণের পর প্রথমে গভীর জঙ্গলে আটকে রেখে পরে একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অপহৃত যুবকের পরিবারের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট থানাধীন নিবেদি এলাকার বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস (২৯) গত ২৬ জানুয়ারি ধর্মনগর থানার অন্তর্গত গর্জনটিলা এলাকায় একটি হরিনাম সংকীর্তনে অংশ নিতে যান। পরে চন্দ্রপুর এলাকায় আচমকাই দুই অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁর চোখ ও হাত বেঁধে জোরপূর্বক অপহরণ করে তাঁকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়।

অভিযোগ অনুযায়ী, অপহরণকারীরা সারারাত তাঁকে জঙ্গলের মধ্যেই আটকে রাখে। পরদিন অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারি ভোর আনুমানিক চারটা নাগাদ তাঁকে একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অপহৃত যুবকের পরিবারের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়।সুযোগ বুঝে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন বিশ্বনাথ দাস। পরে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তা চান এবং অপহরণকারীদের ব্যবহৃত বাড়িটি শনাক্ত করেন। খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে। লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে। কদমতলা থানার ওসি জয়ন্ত দেবনাথ জানান, তদন্তে উঠে এসেছেচন্দ্রপুর এলাকায় ব্যবহৃত বাড়িটির মালিক চিতলডহর এলাকার বাসিন্দা আব্দুল খালিক এবং তাঁর স্ত্রী নাসিমা বেগম। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে আব্দুল খালিকের শ্যালক নুরুল ইসলাম জড়িত থাকার অভিযোগও সামনে এসেছে।

তিনি আরও জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই কয়েকজন অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। তবে বাড়ির মালিক আব্দুল খালিক ও তাঁর স্ত্রী নাসিমা বেগমকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক তাঁদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ওসি জানান, অপহরণ, বেআইনি আটক, মুক্তিপণ দাবি এবং অপরাধে আশ্রয় দেওয়ার একাধিক ধারায় কদমতলা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে আরও দুই অজ্ঞাত ব্যক্তির জড়িত থাকার আশঙ্কা রয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পুলিশ প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। ওসি স্পষ্ট করে জানান, এটি নিছক একটি অপহরণের ঘটনা। একটি দুষ্টচক্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাম্প্রদায়িক রং লাগিয়ে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। তিনি সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দিয়ে সচেতন থাকার আবেদন জানান।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপনা করছে বিশেষ "গ্লিটারিয়া বার্ষিক অফার ২০২৬"

আগরতলা, ৩৯ জানুয়ারি।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের বিশেষ বার্ষিক 'গ্লিটারিয়া' অফার, যা শুরু হচ্ছে ৩০ জানুয়ারি থেকে এবং চলবে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। এই ১৬ দিনের বিশেষ আয়োজনের প্রাক্কালে, ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী এই জুয়েলারি সংস্থা ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে আগরতলার হাপানিয়ায় শিল্প মেলার উদ্বোধনী দিনে একটি প্রিভিউ ও বিশেষ প্রদর্শনের আয়োজন করেন। 'গ্লিটারিয়া' হলো শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর এক্সক্লুসিভ ডায়মন্ড জুয়েলারি ব্র্যান্ড, যার অবস্থান "প্রতিদিনের সব মুহূর্তের ঝলক ও দ্যুতি প্রতিফলিত করা হিরের গয়নার সংগ্রহ।" 'গ্লিটারিয়া' ২০২৩ সালে প্রথম উন্মোচিত হয় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটি দেশের নানান অঞ্চলে ডায়মন্ড জুয়েলারির একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে।এই বিশেষ বার্ষিক অফার গ্রাহকদের জন্য শ্যাম সুন্দর কোং তে থাকা এই হিরের কালেকশানের সব ঝিলিক ও দ্যুতি সংগ্রহ করার একটি বিশেষ সুযোগ।

এই বিশেষ অফারে রয়েছে নানান ধরনের আকর্ষণীয় ড্র ও ছাড় : ১০০ু ছাড় ডায়মন্ড জুয়েলারির মেকিং চার্জে ১৫ু ছাড় গোল্ড জুয়েলারির মেকিং চার্জে ১৫ু ছাড় গ্রহরত্নর এমআরপি-তে ৫ু ছাড় রুপোর জুয়েলারির এমআরপি-তে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় এবং সঙ্গে একটি সিজনাল লাকি ড্র যা সংস্থার প্রতিটি শাখা শোরুম থেকে হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুযোগ। ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ (প্রফেসর) মানিক সাহা, শিল্পমন্ত্রী শ্রীমতী শান্তনা চাকমা, বিধায়ক শ্রীমতী মীনা রানি সরকার এবং আগরতলার মেয়র শ্রী দীপক মজুমদারের উপস্থিতিতে হাপানিয়ার' শিল্প মেলা-র শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের স্টলে গ্লিটেরিয়া হিরের গয়নার নতুন সংগ্রহ উদঘাটন করেন এবং শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর বিশেষ 'শোকেসিং অব এক্সেলেন্স' প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

"আজ এখানে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর উৎকর্ষতার পথে এগিয়ে চলার জন্য তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই," বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ (প্রফেসর) মানিক সাহা।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, ""গ্লিটারিয়া', আমাদের প্রথম ডায়মন্ড জুয়েলারি ব্র্যান্ড যা সাশ্রয়ী মূল্যের জুয়েলারির ক্রমবর্ধমান চাহিদারই প্রতিফলন, এবং এর জনপ্রিয় সংযোগ আরও দৃঢ় করতে আমরা একে উপস্থাপন করেছি, কর্মক্ষেত্র ও অবসরে নারীদের প্রতিদিনের সব মুহূর্তের ঝিলিক এবং দ্যুতি প্রতিফলিত হয় এই ডায়মন্ড জুয়েলারিতে।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর আরেক ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, ""গ্লিটারিয়া'-র সাফল্য আমাদের গ্রাহক বন্ধুদের সমর্থন ও আস্থার ফল।

এই বিশেষ বার্ষিক অফার সেই কৃতজ্ঞতারই প্রকাশ। সঙ্গে রয়েছে উৎকর্ষতার ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতি ও আরও বেশি ভ্যালু-ফর-মানি দেওয়ার আশ্বাস।"

বার্ষিক 'গ্লিটারিয়া' অফার চলবে ৩০ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ত্রিপুরার সমস্ত শোরুমে (আগরতলা, উদয়পুর ও ধর্মনগর) এবং কলকাতার সমস্ত শোরুমে (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসত)। সকলের সাদর আমন্ত্রণ ও আন্তরিক শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি হয়।

উত্তর—পূর্ব ভারতের 'আইকনিক ব্র্যান্ড অব দ্য ইয়ার' সম্মানে ভূষিত স্বর্ণকমল জুয়েলার্স

গুয়াহাটি, ২৮ জানুয়ারি গুয়াহাটির র‍্যাডিসন ব্লু হোটেলে ২৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত রাইজিং নর্থইস্ট বিজনেস এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সকে জুয়েলারি ও লাইফস্টাইল বিভাগে "আইকনিক ব্র্যান্ড অব দ্য ইয়ার — নর্থইস্ট" সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। এই সম্মান ত্রিপুরার জন্য এক গর্বের মুহূর্ত, কারণ ত্রিপুরার নিজস্ব গয়নার ব্র্যান্ড স্বর্ণকমল জুয়েলার্স উত্তর—পূর্ব ভারতের মঞ্চে এই মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। জুয়েলারি ও লাইফস্টাইল ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও ধারাবাহিক অবদানের জন্য এই সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে কোম্পানির পক্ষে ডিরেক্টর দিবাকর নাগ এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। পুরস্কারটি প্রদান করেন অসমের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র তারকা বর্ষা রাণী বিষয়া ও দীপলিনা ডেকা, যা অনুষ্ঠানের গৌরব আরও বৃদ্ধি করে।এই সাফল্যের জন্য স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তাদের সকল সম্মানিত গ্রাহক, কর্মীবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। এই স্বীকৃতি ভবিষ্যতেও উৎকৃষ্ট কারুশিল্প, নৈতিক ব্যবসায়িক মূল্যবোধ এবং ত্রিপুরার নামকে আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে আরও উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরার অনুপ্রেরণা জোগাবে। এই সম্মান স্বর্ণকমল জুয়েলার্সকে উত্তর—পূর্ব ভারতের অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য ও সম্মানিত গয়নার ব্র্যান্ড হিসেবে আরও সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছে দিল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas